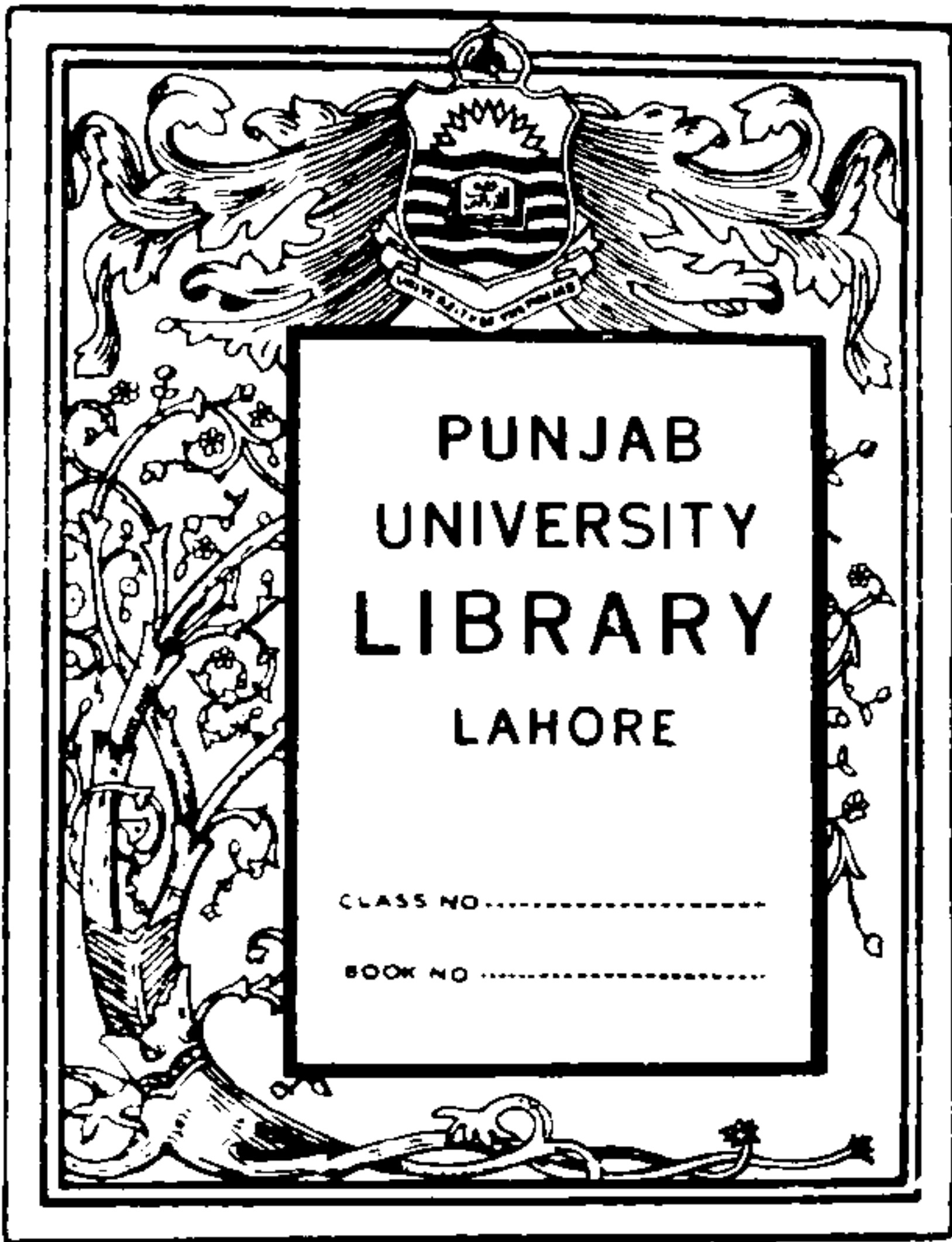




ذخیرہ بزرگہ میاں گھیل احمد شہر قیومی، نقشبندی مجدی

جو 2001ء میں میاں صاحب نے



S-369 Punjab University Press 10,000—29-1-2003

Marfat.com

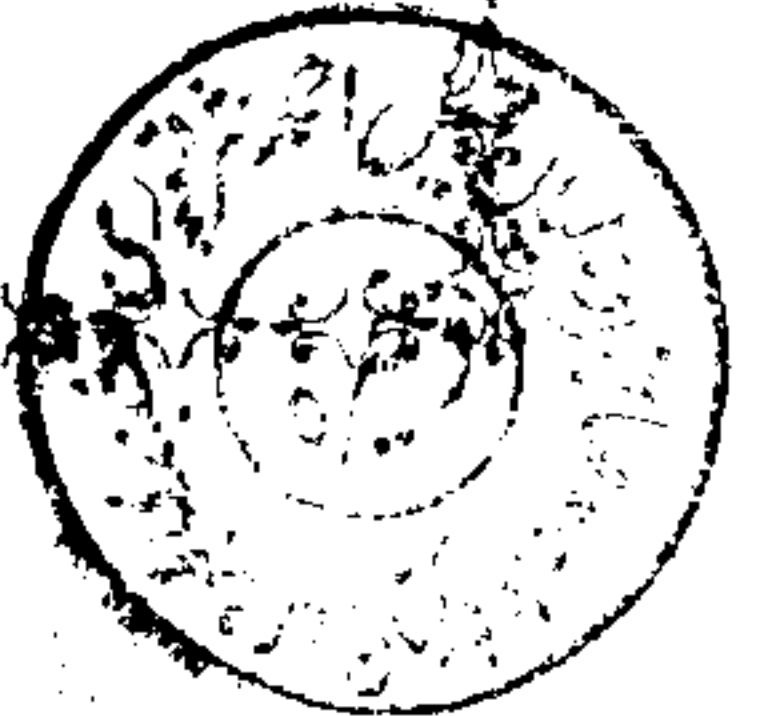
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

আল্লাহ ত'লা ইরশাদ করছেন :—

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبْرَكًا وَهُدًى
 لِلْعَالَمِينَ ○ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مِّمَّا قَامُوا بِهَا إِبْرَاهِيمَ ○ وَ
 مَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ
 اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ
 الْعَالَمِينَ ○

(তরজমা) নিশ্চয়ই মানুষের জন্য প্রথম যে ঘর
 নির্মিত হয় তা মক্কায় অবস্থিত তাহা পবিত্র এবং
 সারা জাহানের পথ প্রদর্শক। ইহাতে স্পষ্ট নিদর্শন
 সমূহ আছে, (এবং তার মধ্যে একটি মোকামে
 ইব্রাহিম। ইহাতে যে প্রবেশ করেছে সে নিরাপদ
 হয়েছে এবং মানুষের উপর আল্লাহর হুকুম হচ্ছে
 যাতায়াতের সামর্থ্য থাকলে একবার খোদার ঘরে
 হজ্জ করা কেউ যদি কুফর (অর্থাৎ সামর্থ্য থাকা
 সত্ত্বেও হজ্জ করতে না আসে) তাহলে (জেনে
 রাখ) আল্লাহর সারা জাহান থেকে বেনিয়াজ।

খোদার ঘরের হজ্জের এত ফজিলত যে বিস্তারিত
 লিখতে গেলে শুধু তার জন্য একটা আলাদা
 পুস্তিকার দরকার। কিন্তু যে বুঝে এবং ঈমান—



দার তার জন্যই এতটুকু যথেষ্ট যে, সর্নশক্তিমান
আল্লাহ ইকুম দিচ্ছেন :

وَأَقِمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ !

(আল্লাহর জন্য হজ এবং উমরা পূরা করা) ইমানদার
আল্লাহর এই ইকুম কে পূর্ণ উক্তির সঙ্গে পালন
করেন। তাই পাকিস্তানের হাজার হাজার খুশনসীন
বান্দা প্রত্যেকের বছর এই ফরজ আদায় করে
পূণার অধীকারী হন এবং পাকিস্তান সরকার
এদের সব রকমে সাহায্য করে একটি সুখকর
দায়িত্ব থেকে রেছাই পান।

এ বাপারে হাজীদের সুবিধার জন্য হজের
আহকাম সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি এই পুস্তিকায়
লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এতে তাদের উপকার হবে
বলে আশা করা যাচ্ছে।

হজের আরকান

হজের আরকান তিন রকমের: ফরায়েজ, ওয়া-
জেবাত এবং সূনাত।

ফরায়েজ :—

(১) এহরাম; (২) ওকুফ; (৩) তওয়াফ; (৪)
নয়ত (৫) তরতীব, অর্থাৎ ফরায়েজের পর্যাক্রম
ঠিক রাখা, যেমন প্রথম এহরাম, পরে ওকুফ তারপর
তওয়াফ; (৬) প্রত্যেক ফরজকে ঠিক তার সময়ে
আদায় করা; (৭) মকান অর্থাৎ প্রত্যেক ফরজকে
তার নির্দিষ্ট জায়গায় আদায় করা।

ওয়াজেবাত :

- (১) নিদ্বিষ্টে জায়গা থেকে এহরাম বান্ধা ;
- (২) 'সায়ী' অর্থাৎ সাক্বা ও মাবুযার মধ্যে দৌড়া ;
- (৩) 'সায়ী' সাক্বা থেকে শুরু করা ; (৪) তওয়াকুফ মুতাদ বেহ্ এর পর 'সায়ী' করা ; (৫) ওকুফ দিনের বেলা শুরু হলে তা সূর্যাস্ত পর্যন্ত স্থায়ী রাখা, কিন্তু ওকুফ রাত্রে শুরু হলে তাব জমা কোন সীমা নির্দিষ্ট করা হয়নি—ওকুফের মধ্যে রাত্রে কিছুটা অংশ শামিল থাকে চল ওয়াজেব ; (৬) আরাকাত থেকে ফেরার সময় ইমামের অনুসরণ করা ; (৭) মুহন্নালফায় অবস্থান করা ; (৮) মার্গদিন এবং এশার নামাজ মুহন্নালফায় এসে এশার সময় পড়া ; (৯) দশ তারিখে শুধু জামরাতুল আকাবার এবং ১১, ১২ তারিখে তিন জামরার সবখানেই 'রামি' করা ; (১০) জামরাতুল আকাবার 'রামি' দশ তারিখে হালক অর্থাৎ মস্কু মুত্তেনের আগে করা ; (১১) 'নাহরের কালে মাখা কামান কিম্বা চুল চানিন ; (১২) হরম শরীফে থাকে ; (১৩) কেবান এবং তামাতুওয়ালার জন্য কোরবানী করা ; (১৪) এই কোরবানী হরমে এবং নাহরের কালে করা ; (১৫) তওয়াকুফ হাতীমের বাহির থেকে করা ; (১৬) তওয়াকুফ ডান দিক থেকে করা ; (১৭) কঠিন অস্ত্রবিধে না থাকলে পায়ে হেঁটে তওয়াকুফ করা ; (১৮) ওজুর সঙ্গে তওয়াকুফ করা ; (১৯) তওয়াকুফের সময় 'সতর' নিকা থাকা ; (২০) তওয়াকুফের পর দু'রাকাত নামাজ পড়া ; (২১) পাখর ছুড়া কোরবানী করা, মাখা কামান এবং তওয়াকুফ করার

মধ্যে তরতীব (ক্রম) বজায় রাখা; (২৩) মিকাতের বাইরে অবস্থানকারীদের বিদায় তওয়াফ করা; (২৪) ওকুফে আরাফার পর থেকে মাথা কানান পর্যন্ত সঙ্গম না করা; (২৫) এহরামের নিষিদ্ধ কাজগুলো না করা।

স্বনৃত সমূহ :—

(১) মিকাতের বাহির থেকে আগমনকারীদের জন্য তওয়াফে কুদুম করা; (২) তওয়াফ 'হাজরে আসাওয়াদ' থেকে শুরু করা; (৩) তওয়াফে কুদুম কিছা তওয়াফে ফরজ এ বমল করা; (৪) সাফা এবং মারাওয়ান মধ্যে যে দু'টো মিলে আখজর আছে তার মধ্যে দৌড়া; (৫) মকায় ৭ তারিখে, আরাফাতে ৯ তারিখে এবং মিনায় ১১ তারিখে ইমামের খোতবা পড়া; (৬) ৮ তারিখ ফজরের পর মক্কা মোয়াজ্জমা থেকে রওয়ানা হওয়া যেন মিনায় পাঁচ ওয়াকতের নামাজ পড়া যায়; (৭) ৯ তারিখের রাত মিনায় কাটানো; (৮) সূর্যোদয়ের পর মিনা থেকে আরাফাত রওয়ানা হওয়া; ওকুফে আরাফার জন্য গোসল করা; (৯) আরাফাত থেকে ফেরার সময় মুজদালফায় অবস্থান করা; (১০) সূর্যোদয়ের আগে মুজদালফা থেকে মিনায় চলে যাওয়া; (১১) দশ এবং এগার তারিখের পরের রাত মিনায় কাটানো, এবং ১৩ তারিখেও মিনায় থাকলে ১২ তারিখের পরের রাতও কাটানো।

এ ছাড়া আরো স্বনৃত আছে যার বিবরণ পরে আসবে।

এহরাম

হজ্জের আরকানের মধ্যে প্রথম রুকুন হচ্ছে 'এহরাম' বাঁধা। এহরাম মিকাতে বাঁধতে হয়। 'মিকাত' বলে সেই স্থানকে, হজ্জের এবাদা করে যারা মক্কা মোজ্জমা যান তাদের এহরাম না বেধে সেখান থেকে আর আগে যাওয়া জায়েজ নয়। মিকাত পাঁচটি। কিন্তু পাকিস্তান থেকে যারা জাহাজ যোগে হজ্জ করতে যান তাঁদের জন্য মিকাত হচ্ছে 'কোহে মিল মিলাম' এলাকা। এই স্থানটি কামরানের পর সাগরেই পড়ে। জাহাজওয়ালারা আগে থেকেই এর সন্ধান দিয়ে দেয়। মিকাত পৌঁছার আগেই এহরামের সরঞ্জাম যোগান করে রাখা দরকার। এহরামের সরঞ্জাম :—

একটি সেনাই ছাড়া চাদর এবং একটি সেনাই ছাড়া তহবন্দ—উভয়ে মিলে এতটা হাত হবে যেন সমগ্র 'সতর' ঢেকে যায় কিংবা একটি একটি কাপড়ই এত বড় হওয়া চাই যেন পম্পূর্ণ 'সতর' ঢাকে। এহরামের লেবাস সাদা এবং নয়া হওয়া ভাল।

এহরামের আয়োজন :—

মিস্‌ওয়াক ও ওজু করুন। সম্ভব হলে গোছলও করুন। নখ কামান, মাথা কামান, খত বানান এবং যতদূর সম্ভব শরীর পরিষ্কার করুন।

মিকাত এসে গেলে সব কাপড় ছেড়ে 'এহরাম' বাঁধুন এমন ভাবে যেন দুই কাঁধ এবং পিঠ ঢেকে যায় এবং এহরামের নিয়তে দু'রাকাত নামাজ পড়ুন।

ওয়াক্ত মকরুহ হলে, মকরুহ ওয়াক্ত কেটে যাওয়া
পর্গাত্ত অপেক্ষা করুন।

দাঁধাকাত্ত নামাজের পর যা কিছু পড়া হবে তা
আপনি কি ধরনের হাঙ্গ করছেন সে অনুসারে
পড়বেন।

হাঙ্গ তিন রকমের :—

(১) 'এফনাদ' অর্থাৎ শুধু হাঙ্গ। এর হাজীদেব
মুফরদ বলা হয়। মুফরদ সালাতের পর এই পড়বেন :

اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ الْحَجَّ فَيَسِّرْهُ لِي وَتَقَبَّلْهُ مِنِّي تَوَيْتُ
الْحَجَّ وَأَحْرَمْتُ بِهِ مُخْلِصًا لِلَّهِ تَعَالَى.

(২) 'তাগাত্ত' অর্থাৎ শুক্রতে শুধু 'উমরা'র
নিয়ত করা এবং মক্কা মোয়াজেজমায় হাঙ্গের এহরাম
বাঁধা। এ ধরনের হাজীকে মুতাগাত্তে বলা হয়।
মুতাগাত্তে সালাতের পর পড়বেন :

اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ الْعُمْرَةَ فَيَسِّرْهَا لِي وَتَقَبَّلْهَا مِنِّي
تَوَيْتُ الْعُمْرَةَ وَأَحْرَمْتُ بِهَا مُخْلِصًا لِلَّهِ تَعَالَى.

(৩) 'কোরান' অর্থাৎ যে হাঙ্গ হাজী শুক্রতেই
হাঙ্গ এবং উমরা উভয়ে নিয়ত করেন। এধরনের
হাজীকে 'কারেন' বলা হয়। 'কারেন' সালাতের
পর এই পড়বেন :

اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ الْعُمْرَةَ وَالْحَجَّ فَيَسِّرْهُمَا لِي وَتَقَبَّلْهُمَا

مِنِّي تَوَيْتُ الْعُمْرَةَ وَالْحَجَّ وَأَحْرَمْتُ بِهِمَا مَخْلَصًا لِلَّهِ
تَعَالَى -

তিনি অবস্থায়ই নিযুক্তন পন উচ স্ববে 'নব্বায়ক'
পড়বেন। নব্বায়ক হলেও এই :

لَبَّيْكَ ط اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ ط لَبَّيْكَ لَأَشْرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ ط
إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ ط لَأَشْرِيكَ لَكَ ط

হরমে মোহতারাম, মক্কা মুকানবরমা এন? মস্জিদুল
হারামে প্রবেশ।

হরমে মুহতারাম :—

মক্কা মুয়াজ্জমার চতুর্দিকে কয়েক ক্রোশ পর্যন্ত
হরমের সীমা নির্ধারিত আছে। এখানে প্রবেশের
সময় মনে রাখা দরকার যে, এই সীমার ভিতরে
তাজা ঘাস কাণি, আপনি থেকে হওয়া পাঁচ কাণি
কিষা সেখানকার জলী পশুকে কষ্ট দেওয়া হানাম।

মক্কা মোয়াজ্জমা :—

মক্কা শহর দৃষ্টিপথে এনে তখন ববকতেন জনা
এই দোয়া পড়বেন :

اللَّهُمَّ اجْعَلْ لِي بِهَا قَرَارًا وَارْزُقْنِي فِيهَا رِزْقًا حَلَالًا

মস্জিদুল হারাম :—

মক্কার পৌছার পন মন কাজেয় আগে মস্জিদুল

হাতের পৌছার চেষ্টা করবেন এবং কান মোয়াজ্জেমার
উপর যখন দৃষ্টি পড়বে তখন

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ

তিনবার পড়বেন এবং দরুদও পড়বেন।

তওয়াফ

তওয়াফ হাঙ্গরে আসওয়াদ (কাল পাথর) থেকে
শুরু হয়। হাঙ্গরে আসওয়াদের নিকটে পৌঁছে এই
দোওয়া পড়বেন :

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ صَدَقَ وَعْدُهُ وَلَمْ يَكُن لَّهُ
وَهْزَمَ الْأَخْرَابِ وَحْدَهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ
لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

তওয়াফ করার আগে চাদরকে ডান বগলের নীচে
দিয়ে বের করে দিন যেন ডান কনা ঝোলা থাকে
এবং চাদরের উভয় মাথা বাম কাঁধের উপর রাখুন।
এই কাজকে 'এজতেবা' বলে।

এখন কাবার দিকে মুখ করে এমন ভাবে
দাঁড়ান যেন পাথর আপনার ডান হাতের দিকে
থাকে এবং এই বলে নিয়ত করুন : (নিয়ত করার
সময় নামাজের মত কান পর্য্যন্ত হাত উঠাবেন না)।

اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ طَوَافَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ فَيَسِّرْهُ لِي وَتَقَبَّلْهُ مِنِّي-

নিয়ত করার পর ডান দিকে এমন ভাবে অগ্রসর হউন যেন হাজরে আসওয়াদের দিকে আপনার মুখ এবং বুক থাকে। যখন এর সামনাসামনি হবেন তখন কান পর্যন্ত এমন ভাবে হাত তুলুন যেন হাতের তালু হাজরে আসওয়াদের দিকে থাকে। তখন এই দোয়া পড়ুন :

بِسْمِ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ
وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ

সম্ভব হলে হাজরে আসওয়াদের উপর দুই হাতের তালু রেখে এবং তার মাঝখানে মুখ রেখে পাথরকে তিনবার চুষন করবেন। ভীড়ের দরুন-তা সম্ভব না হলে, হাতে হাজরে আসওয়াদ চুষে হাতে চুষন করবেন। তা ও যদি সম্ভব না হয় তাহলে শুধু ইশারা করে হাতে চুষন করবেন।

এরপর এগিয়ে যান, হাজরে আসওয়াদকে অতিক্রম করার পর মুখ সোজা করে 'খানায়ে কাবাকে' বাঁদিকে রেখে চলুন। খানায়ে কাবাকে আবর্তন করে যখন আবার হাজরে আসওয়াদের সামনে আসবেন তখন এক তওয়াফ পূরো হবে। এ ভাবে সাতবার ঘুরবেন এবং প্রত্যেক বারই হাজরে আসওয়াদের কাছে এসে প্রথম বারের মত সবগুলো কাজ করবেন, কেবল নিয়ত বাদে, কারণ নিয়ত একবারই করতে হয়।

নামাজ

পূর্বেদের জন্য প্রথম তিন চক্রে 'নামাজ' করা এবং অবশিষ্ট চার চক্রে স্বাভাবিক ভাবে চলা সূন্য। নামাজ হচ্ছে : খাটো সবলে এবং স্বল্প দূরে পদক্ষেপ করে চলা এবং কীটকে খুব দোলাগো। ভীড়ের দক্ষ 'নামাজ' সম্ভব না হলে সম্বর করবেন। এক দু'বার চক্র দেওয়ার পর বেশী ক্রান্ত হয়ে 'নামাজ' বাদ দিয়ে বাকী চক্র গুলো পুরো করবেন।

নামাজের তওয়াফ, তওয়াফের পর মকানে ইব-নাহীমে পৌঁছে, নোমানের আয়াত সহ দু'বার ত নামাজে তওয়াফ আদায় করবেন যেন এই নামাজ ওয়াজেব।

মুলতাজেম : নামাজের তওয়াফের পর মুলতাজমে আসুন। এ' হচ্ছে পূর্বদিকের খাটোবের সেই অংশ যা ককনে আসওয়াদ থেকে কা'বার দরজা পর্যন্ত বিস্তৃত। এখানে মুলতাজেমকে জড়িয়ে ধরে দোয়া করুন।

জমজম : মুলতাজেমের পর জমজমে আসুন এবং সম্ভব হলে নিজে বাস্তি ভরে অন্যথায় যারা ভরে তাদের কাছ থেকে নিয়ে তৃপ্ত হয়ে পানি পান করুন, মুসেহ করুন এবং কিছুটা শরীরে ছিটিয়ে দিন। এরপর হাজরে আসওয়াদকে চুম্বন দিয়ে 'বারে সাফা' দিয়ে বেরিয়ে আসুন। অন্য কোন দরজা দিয়ে বেরিয়ে এলেও কোন ক্ষতি নেই।

সাফা এবং মারওয়ার সাহী :

এখন আপনি 'সাফা'র দিকে চলুন এবং সেখানে পৌঁছে জিক্র ও দরুদ পড়ায় মশগুল হউন। সাফার সিড়িতে চড়ুন (শুধু সিড়িতে চড়া যথেষ্ট) এবং কাবার দিকে মুখ করে দু'হাত কাঁধ পর্য্যন্ত তুলে শান্তভাবে অনেকগুলি ধরে দোওয়া করুন।

দোয়ার পর হাত ছেড়ে দিন এবং 'সাহী' (বা দৌড়ার) নিয়ত এভাবে করুন :

اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا

الْمَرْوَةِ فَيَسِّرْهُ لِي وَتَقَبَّلْهُ مِنِّي۔

এখন সাফা থেকে নেমে জিক্র ও দরুদ পড়তে পড়তে মারওয়ার দিকে চলুন এবং প্রথম মিলে পৌঁছে দৌড়তে শুরু করুন এবং দ্বিতীয় মাইল পার না হওয়া ভর্য্যন্ত দৌড়াতে থাকুন। দ্বিতীয় মিল পার হয়ে ধীরে, পদক্ষেপ করুন এবং এভাবে মারওয়ার সিড়ি পর্য্যন্ত যান। এখন সিড়িতে চড়ুন অথবা সিড়ি পর্য্যন্ত যেয়ে ক্ষান্ত হোন, তাই যথেষ্ট হবে। সাফায় যেমন করেছিলেন তেমনি হাম্দ, সানা, তকবীর এবং দোয়া এখানেই করুন। এ হল এক দৌড়।

এক দৌড়।

এখন আবার সাফার দিকে চলুন, প্রথম মিলে থেকে দ্বিতীয় মাইল পর্য্যন্ত দৌড়ুন, তারপর ধীরে

চলুন এবং সাফার গিডি থেকে আবার ফিরে আসুন।
এভাবে ৭ বার করুন। শেষ দৌড় মারওয়ার সমাপ্ত
হবে।

কোন অসুবিধার দরুণ পশুর উপর মওয়ার থাকলে,
দুই মাইলের মাঝখানে পশুকে তেজ চালাবেন। আত্র-
কাল অক্ষম লোকেরা ছোট গাড়িতে বসে সায়ী
করেন। সম্ভব হলে তাতেই এই ব্যবস্থা করে
নেবেন।

উমরা

যে তাওয়াফ এবং সায়ী আপনি করলেন এর নাম
হচ্ছে উমরা। এতে মুত্তামাত্তের উমরার তাওয়াফ ও
সায়ী হয়ে গেল, কিন্তু মফরদ এবং কারেনের হচ্ছে
রামাল ও সায়ী আদায় হয়ে গেল।

মহিলাদের জন্য তওয়াফ এবং সায়ীর মসায়েল :

তওয়াফ এবং সায়ীর সব মসলা পুরুষ এবং মহিলাদের জন্য একই রকম, পার্থক্য শুধু এই যে, এজতবা, রামাল এবং সাফা মারওয়ার মাঝে দৌড়ান মহিলাদের জন্য নেই।

'হলক' কিংবা 'তক্সীর'

'হলক' হচ্ছে সারা মাথা কামান এবং তক্সীর চুল ছাঁটান।

মৃত্যুতে এবং মু'তামের অর্থাৎ যাকাত শুধু উমরা করবেন তাঁরা তওয়াফে কা'বার শুরু থেকে হাজারে আস্‌ওয়াদ চুম্বন করার পরই 'লব্‌দায়ক' ছেড়ে দেবেন এবং তওয়াফ ও সায়ীর পর হলক কিংবা তক্সীর করাবেন এবং 'এহরাম' তাগ করবেন।

মহিলাদের মাথা কামান হারাম (নিষিদ্ধ)। ওদের শুধু এক আঙ্গুলি লম্বা সমান চুল কাটলেই হবে মৃত্যুতে এবং সমস্ত মিনায় কোরবানীর পর হলক কিংবা তক্সীর করে এহরাম তাগ করতে হবে।

আইয়ামে একামত :

এখন মিনায় যাওয়ার জন্য আপনি ৮ তারিখ পর্যন্ত মক্কা নোয়াজুমায় অপেক্ষা করুন। এ সময়ে যতবার সম্ভব তওয়াফ করুন এবং প্রত্যেক তওয়াফের পর 'মকামেইবরাহীমে দু'রাকাত নামাজ পড়ুন।

মিনায় রওয়ানা :

আট তারিখে "ইয়াওমুদ্ভাবিয়া" বলা হয়। যারা
এহরাম নামেননি তাঁরা এই দিন বেঁধে নেবেন এবং
এক নফল তওযাফে 'রামান' ও 'সাফী' করে নেবেন।

আট তারিখে এমন সময় মিনায় রওয়ানা হওয়া
উচিত যেন জোহরের নামাজ মিনায় পড়া যায়। মিনা
যখন দেখা যাবে তখন এই দোয়া পড়ুন :

اللَّهُمَّ هِدْيَ مِنْهُ فَأَمِّنْ عَلَيَّ بِمَا مَنَنْتَ
بِهِ عَلَيَّ وَأَوْلِيَّكَ

মিনান পৌঁছে বাত্রে সেখানে থাকুন এবং ৯
তারিখের সকাল পর্যন্ত সেখানে মস্জিদে-খায়ফ-এ
নীচ ওকতেন নামাজ আদায় করুন। এরপর আরা-
ফাত্তে জমা রওয়ানা হয়ে যান।

আরাকাতের ওকুফ :

আরাকাতের আঙ্কনের এই দিনে লক্ষ লক্ষ লোকের ভীড় হয় এবং হাজার হাজার ভেড়া পিমা থাকে। কাজেই, যেখানে অবস্থান করবেন সে জায়গাটি খুব ভাল করে মনে রাখা উচিত। এটা কোনক চিহ্ন ঠিক করে নিবেন হারিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা না থাকে। তা না হলে, শারীরিক কষ্ট ছাড়া এই ভয়েও মন দ্বির থাকবে না এবং এবাদতে ব্যাঘাত সৃষ্টি করবে। মহিলা সাজে থাকলে তাদের চেনার জমাও কোন চিহ্ন ঠিক করে নেবেন।

যত বেশী সম্ভব 'লব্বায়ক', দরুদ, দুয়া এবং এন্তেগফার পড়ায় মশগুল থাকবেন।

বিপ্ৰহয়ের আগেই সব প্রয়োজনীয় কাজ অর্থাৎ ঝাওয়া-দাওয়া ইত্যাদি সমাধা করে নেবেন যেন বাকী দিন মাথা শান্ত থাকে। এর পর মস্জিদে নম্রায় যান, ওখানে জোহরের নামাজ পড়ুন এবং নামাজ শেষ করে তৎক্ষণাতঃ মওকফের দিকে রওয়ানা হয়ে যান।

'মওকফ' হচ্ছে সেই জায়গা যেখানে আসরের নামাজের পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত দাঁড়িয়ে জিক্র এবং দোয়া করার ইকম।

কমজোর এবং ছটফ পুরুষ এবং মহিলাগণ যদি মওকফ পর্যন্ত যেতে না পারেন কোন ক্ষতি নেই কিন্তু তিনাও দাঁড়িয়ে দোয়া করবেন এবং নিজেকে মওকফের ভীড়ের মধ্যে শামিল মনে করিবেন। অবশ্য 'বতনে উননায়' মওকফ করা নালায়েজ। 'বতনে

উরনা' একটা নালার নাম যা মসজিদে নমরার দক্ষিণ দিকে অবস্থিত।

ওকুফের সময় দরুদ শরীফ এবং কোরান মজিদ তেলাওয়াত করবেন এবং দয়া চাইবেন।

সূর্যাস্তের আগে আরাফাতের সীমার বাইরে যাওয়া হারাম।

মুজদালফার রওয়ানা এবং ওকুফ :

সূর্যাস্ত সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার পর তৎক্ষণাত মুজদালফা রওয়ানা হয়ে যাবেন। রাস্তায় যেখানেই যায়গা পাবেন এবং আসন মনে করবেন দ্রুত পায় চলবেন। সওয়ারীর উপর থাকলে তাকেই তেজ চালাবেন।

মুজদালাফায় মাগরিব এবং এশার নামাজ :

রাস্তায় মাগরিবের নামাজ পড়বেন না, মুজদালফায় পৌছে মাগরিবের ওকুত বাকী থাকলে ও পড়বেন না কারণ এদিন মাগরিবের নামাজ ঠিক 'ওকুতে পড়া গুণাহ। মুজদালফায় পৌছে মাগরিব এবং এশা ইমামের সঙ্গে পড়ুন এবং মাগরিব নামাজের জন্য 'আদা'র নিয়ত করবেন, কাজয় নয়। মাগরিব নামাজের স্মৃতিগুলো এশার সঙ্গে পড়ুন কারণ দুই নামাজের মধ্যে ফাঁক হবে না।

ইমামের সঙ্গে জমাত পাওয়া না গেলে নিজেদের জমাত করে নিন, নিয়ত একাই পড়ে নিন।

যতটা সম্ভব রাত এবাদতের মধ্যে কাটিয়ে দিন। কারণ এই রাতের ফজিলত খুব বেশী। এখানে

ফজরের নামাজ খুব আঁধার থাকতে পড়া হবে।
তাই ঘুমিয়ে জনদি উঠার চেষ্টা করবেন যেন জমাতের
সাথে ইমামের পেছনে নামাজ আদায় করতে পারেন।

ওকুফ :

আরাফাতে আপনি ওকুফ করে ফেলেছেন।
তেমনি ভাবে মুজদালফার ওকুফের সময় হচ্ছে ফজরের
শুরু থেকে ফরশা হওয়া পর্যন্ত। এব মধ্যে ওকুফ
না করলে তা ফৌত হয়ে যাবে।

উত্তম হচ্ছে 'মাশানুল হারাম' পাহাড়ের উপর
কিষা তার কাটিদেশে; তাও সম্ভব না হলে যেখানে
জায়গা মিলে সেখানেই; কিন্তু মহসেরে নয়, কারণ
এখানে ওকুফ না জায়েজ্।

মুজদালফা থেকে মিনা যাত্রা :

সূর্যোদয়ের কিছুক্ষণ আগে মিনা রওয়ানা হয়ে
যাবেন। মহসেরে পৌঁছে ৫৪৫ হাত শিঘ্র এবং জুত
পদে পার হয়ে যাবেন এবং এসময় এই দোয়া পড়বেন।

اللَّهُمَّ لَا تَقْتُلْنَا بِغَضَبِكَ وَلَا تَهْلِكْنَا
بِعَذَابِكَ وَعَافِنَا قَبْلَ ذَٰلِكَ.

মিনায় প্রবেশ : মিনা এবং মক্কার মাঝে তিনটি স্তম্ভ
তৈরী আছে । মিনার কাছে সেটা তার নাম 'জম-
রা'য়ে উলা', মাঝে সেটা তার নাম 'জমরা'য়ে উস্তা'
এবং মক্কার কাছে সেটা তার নাম জমরায়ে আকাবা ।
এই জমরাগুলোতে পাথর ছুড়া হয় এবং একে বলা
হয় 'রমি' ।

মিনায় পৌঁছে প্রথম কাজ হবে জমরাতুল আকাবায়
যাওয়া ।

মিনার মধ্যভাগে সওয়ারীর উপর জমরা থেকে
অন্ততঃ পাঁচ হাত সরে এমন ভাবে দাঁড়ান যেন মিনা
ডান দিকে এবং মক্কা বাম দিকে থাকে এবং মুখ
জমরার দিকে থাকে । এখন পরপর সাতটা পাথর
হাতে নিয়ে জমরার উপর ছুশে মারুন এমন ভাবে
হাত উচু করেন যেন বর্গল দেখা যায় । প্রথমটি পাথর
ছুড়ার সময় পড়ুন :

بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُ أَكْبَرُ رَغْمًا لِلشَّيْطَانِ رِضًا لِلرَّحْمَنِ اللَّهُمَّ
اجْعَلْهُ حَجًّا مُبْرُورًا وَسَعْيًا مَشْكُورًا وَذَنْبًا مَغْفُورًا.

উত্তম হচ্ছে এই যে পাথরগুলো জমবা পর্য্যন্ত যেন পৌঁছে, কিম্বা অন্ততঃ তিনহাত দূরত্বের মধ্যে যেন জরুর পৌঁছে। এর চাইতে দূরে পড়লে তা গন্য হবে না।

প্রথম পাথর ছুড়ার পর 'লব্বায়ক' বন্ধ করে দেবেনা— সাতটা পাথর-ই ছুড়া হয়ে গেল, সেখানে আর অপেক্ষা করবেন না, বরং তৎক্ষণাতঃ ফিরে আসবেন। কোরবানী :

'রমি সমাপ্ত হলে কোরবানী করুন। এই কোরবানী হচ্ছে হজ্বের শুকরিয়া স্বরূপ। 'কারেন' ও 'মুতামাত্তে'র জন্য ওয়াজেব এবং মুফবদের জন্য মুস্তাহাব। পশুর বয়স এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সম্পর্কে পর্জাদি হচ্ছে ঠিক ঈদের কোরবানীর পশুরই মত।

কোরবানীর পর মাথা কামাবেন, একে 'হলক' বলে। মহিলাগণ শুধু পুরো এক আঙ্গুলির সমান চুল কাটাবেন। চুল কাটা বা মাথা কামানোর আগে নখ কাটা বা খত বানান জায়েজ নয়। এগুলো 'হলকে'র পর করবেন।

ফরজ তওয়াফ (ঃ)

আফজল হচ্ছে এই যে, দশ তারিখে মক্কা মো-য়াজ্জমা বান এবং তওয়াফ করেন। এই তওয়াফকে তওয়াফে জিয়ারত বা তওয়াফে এফাজা বলা হয়। এই তওয়াফে এজতেবা নেই। তওয়াফে জিয়ারত থেকে ফিরে দশ এগার এবং বার তারিখের রাত মিনায় কাটানো হচ্ছে স্নাত।

'রমি'

এগার তারিখে জোহরের নামাজ পড়ে 'রমি' করতে চলুন। এই 'রমি' জমরায় উলা থেকে শুরু হলে। জমরাতুল আকাবার মত এখানেও কেবলা মুখে সাতটা পাথর ছুড়ুন। এরপর এগিয়ে চলুন এবং দোয়া পড়ুন।

জমরায় উস্তায় যেয়ে আবার এমন ভাবে সাতটা পাথর ছুড়ুন এবং এগিয়ে দূয়া পড়ুন।

আবার জমরায় আকাবায় যেয়ে এমন ভাবে সাতটা পাথর ছুড়বেন এবং এখানে অপেক্ষা করবেন না।

বার তারিখে দ্বিপ্রহরের পর তিন 'জমরা'তেই আবার পাথর ছুড়বেন ঠিক তেমনি ভাবে যেমন করে ১১ তারিখে ছুড়েছিলেন।

এখন সূর্যাস্তের আগে মক্কা মোয়াজ্জমায় ফিবে চলুন। হজ্জের সব আনকান আপনি আদায় করে নিয়েছেন, কাজেই আপনার সময় যে ভাবে ভাল মনে করেন এবাদত এবং নেক কাজে অতিবাহিত করুন।

(প্রয়োজনীয় উপদেশ)

পাকিস্তানের পরবর্ত্তি দফতর প্রয়োজনীয় উপদেশ সম্বলিত যে পুস্তিকা প্রকাশ করেন তা সংগ্রহ করে মনোযোগের সঙ্গে পাঠ করুন এবং উপদেশগুলো পুরোপুরিভাবে পালন করুন। চট্টগ্রামের হুজু কমিটি-গুলো আর জেদ্দাস্থ পাকিস্তান দূতাবাস পাকিস্তানী হাজীদের দেখাশুনা আর তত্ত্বাবধান করে থাকেন, প্রয়োজন হলে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করুন। জেদ্দা, মক্কা মুয়াফ্ফা ও মদিনা মুনাওয়্যার হাজী শিবিরে পাকিস্তান সরকারের প্রতিষ্ঠিত হাসপাতাল রয়েছে, সেখান থেকে বিনা মূল্যে চিকিৎসা সুবিধে পাওয়া যেতে পারে। সেখানেই দূতাবাসের হুজু বিভাগের কর্মীদেরও পাবেন তাদের আপনার দেখা-শুনার জন্যেই নিয়োগ করা হয়।

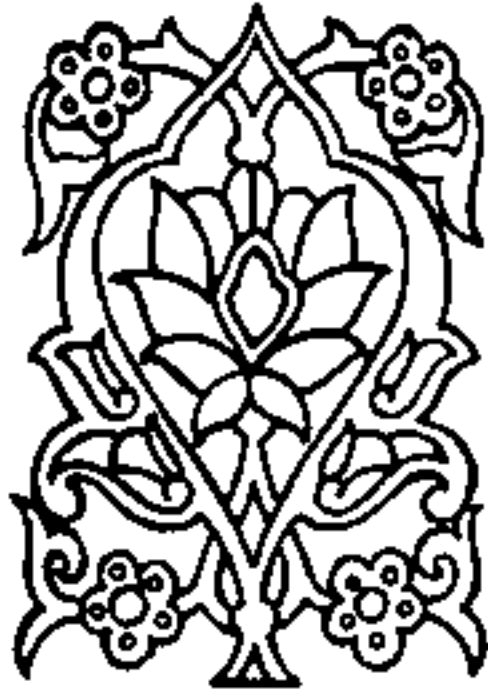
(নিম্নে বর্ণিত বিষয়গুলোর প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখবেন :)

পাকিস্তানের বাইরে আপনার প্রতিটি কাজের উপর অন্য দেশের লোকের নজর পড়ে। আপনার

সুন্দর স্বভাবি আর চরিত্রের দ্বারা পাকিস্তানের নাম উল্লেখ হওয়া উচিত। নিজের পাকিস্তানী ভাইদের সঙ্গে এমনভাবে মিলেমিশে থাকবেন যেন আমাদের ঐক্য আর ভ্রাতৃত্বভাবকে লোকেরা ভালভাবে অনুভব করতে পারে। পাকিস্তান আর সউদী আরবের সরকার বা হাজীদেব সম্ভব সব রকম সুবিধে দেয়ার চেষ্টা করে থাকেন। কিন্তু সফরের হালত আর এত বিপুল জন সমাবেশের মধ্যে নিজের বাড়ী-ঘরের মত সুবিধে পাওয়া যেতে পারে না। তাই নিজের সাহায্য নিজে করা ছাড়া নিজের সঙ্গীসাথীদের সাহায্য করাও আপনার কর্তব্য। এ কথা ভুলবেন না যে, পাকিস্তানের নামের সঙ্গে কায়েদে আজমের মশহুর শিক্ষা (অর্থাৎ নিয়মানবত্তিতা, বিশ্বাস আর দৃঢ় প্রত্যয়) ও জড়িত রয়েছে। এই পবিত্র সমাবেশে আপনাকে প্রমাণ করতে হবে যে, আপনি হচ্ছেন একটা মহান ইসলামী গণতন্ত্রী রাষ্ট্রের সুসভ্য গর্বোন্মিত নাগরীক।

জেদ্দায় পাকিস্তানী ব্যাঙ্ক রয়েছে যেখানে সরকারী মূল্যে মুদ্রা বিনিময় করা হয়। যতটা সম্ভব শুধু নিজেদের ব্যাঙ্ক থেকেই হস্ত নোটের বদলে রিয়াল সংগ্রহ করুন, যাতে নিজেদের মুদ্রার সঠিক মূল্য পেতে পারেন। আপনার এই সফর একটা পবিত্র ধর্মীয় কর্তব্য পালনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আর ধর্মের সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা হচ্ছে আইন আর নীতি মেনে চলা। আপনার কোন

অবুঝ সাথী এ বাপারে অমনোযোগী থাকলে
তাঁকে বুঝিয়ে দিনযে, হজ্জের পবিত্র সফর উপলক্ষে
পাসপোর্ট, জন স্বাস্থ্য, শুল্ক এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয়
আইন কানুন মেনে চলা, নিজের আর নিজের
সরকারের সুনাম এবং ইসলামী নৈতিকতার প্রতি
যেন লক্ষ্য রাখেন।



পরিশিষ্ট

তওযাফের নিয়ত

اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ طَوَافَ بَيْتِكَ الْحَرَامِ

ইয়া আল্লাহ! আমি নিয়ত করছি তোমার পবিত্র
ঘর তওযাফের, তুমি

فَيَسِّرْهُ لِي وَتَقَبَّلْهُ مِنِّي سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ

আমার জন্য তা সহজ করে দাও এবং কবুল করে
নাও আমার পক্ষ থেকে

لِلَّهِ تَعَالَى عَزَّ وَجَلَّ

সাত পাক (তওযাফ) যা, হে মহান শক্তিমান ধোদা
শুধু তোমার সম্বন্ধির জন্য আমি করছি।

এখন হজ্জের-আস্পওয়াদের সামনে আসুন এবং
স্বযোগে পেনে তাকে চুম্বন করুন। কিন্তু বেশী ভীড়
থাকলে দূরে দাঁড়িয়েই কান পর্য্যন্ত দুই হাত তুলে
বলুন :

بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُ أَكْبَرُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ

শুরু করছি সেই আল্লাহর নামে যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ এবং
সকল প্রসংসা তাঁরই প্রাপ্য

এই বলে দুহাতেই নামিয়ে ফেলুন এবং খানায়
কাবার প্রথম তওয়াফ শুরু করুন আর দোয়া পড়ুন :

প্রথম তওয়াফের দোয়া

سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ

আলাহতা'লা পাক, সকল প্রশংসা তারই প্রাপ্য, কোন
মাবুদ নাই

إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ

আলাহ ছাড়া, আলাহ সর্বশ্রেষ্ঠ, পাক পবিত্রতার ও
এবানতের শক্তি

إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ وَالصَّلَاةُ

মহান আলাহই দোয়া, এবং সম্পূর্ণ বহুমান ও শক্তি
বর্ষণ হোক

عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

আলাহর বস্তুনের উপর : হে আলাহ তোমার উপর

اللَّهُمَّ اِيْمَانًا بِكَ وَتَصَدِيقًا بِكَلِمَاتِكَ

ইমান রেখে তোমার আহুকামকে গভ্য বলে মেনে নিয়ে,

وَوَفَاءً بِعَهْدِكَ وَاتِّبَاعًا لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ

তোমার ওয়াদাকে পালন করে, অনুসরণ করে তোমার
নবী ও দোস্ত

وَجِبِيكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

মোহাম্মদ (সঃ) এর সুনাতকে (আমি এই তওযাফ করছি)

اللَّهُمَّ اِنِّي اَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ

তোমার কাছ থেকে চাই সাহায্য, শান্তি.

وَالْمُعَافَاةَ الدَّائِمَةَ فِي الدِّينِ وَالدُّنْيَا

ক্ষমা ও মার্জনা, দীন, দুনিয়া ও অধে-রাতে,

وَالْاٰخِرَةَ وَالْفَوْزَ بِالْجَنَّةِ وَالْجَآءَةَ مِنَ النَّارِ

এবং (চাই) স্বগলাভের সাফলা ও মুক্তি
নরক থেকে।

হেদায়েত

রুক্নে ইয়েমানীতে পৌঁছে এই দোয়া শেষ করুন
এবং এগিয়ে যেতে এই দোয়া পড়ুন:

رَبَّنَا اتِّمَّانِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ

হে আমার প্রতিপালক: আমাদের কল্যাণ দাও
দুনিয়াতে এবং

حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ وَأَدْخِلْنَا

আখেরাতে এবং বাঁচাও দোজখের আজাব থেকে;
দাখিল কর

الْجَنَّةَ مَعَ الْأَبْرَارِ يَا عَزِيزُ يَا غَفَّارُ

আমাদের বেহেশতে নেক-কারদের সাথে, হে শক্তিশালী, হে

يَا رَبُّ الْعَالَمِينَ ط

মার্জনাকারী, হে সর্বজগতের প্রতিপালক।

হাজারে আস্‌ওওয়াদে পৌঁছে চুম্বন দেবেন। • ভীড়
থাকলে দু'হাত কান পর্য্যন্ত তুলে:

بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ

(শুরু করছি আল্লাহর নামে, আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ এবং
সকল প্রশংসা আল্লাহর)

বনতে বনতে হাত নামিয়ে ফেলুন (একে বলে
এসতেলাম) এবং এগিয়ে গিয়ে এই দোয়া পড়তে
পড়তে দ্বিতীয় পাক (তওয়াফ) শুরু করুন :

দ্বিতীয় তওয়াফের দোয়া

اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا الْبَيْتَ بَيْتُكَ وَالْحَرَمَ

হে আল্লাহ! নিশ্চয়ই এই ঘর তোমার ঘর, এই পাক
হরম তোমার হরম,

حَرَمُكَ وَالْأَمْنُ أَمْنُكَ وَالْعَبْدُ عَبْدُكَ

এখানকার শক্তি তোমারই প্রতিষ্ঠিত, সব বান্দা তোমারই
বন্দা (দাস):

وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَبْنُ عَبْدِكَ وَهَذَا أَمَقَامُ

আমিও তোমারই বন্দা, তোমার বন্দার সন্তান; এবং
এই স্থান—তোমার

العَائِدُ بِكَ مِنَ النَّارِ فَحَرِّمُوا لِحُومَنَا وَ

গাহাযো দোজখ থেকে নাজাত পাওয়ার জায়গা;
হারাম করে দাও আমাদের

بَشَرَتِنَا عَلَى النَّارِ ۝ اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيْنَا

গোশত এবং চানড়াকে দোজখের কাণ্ডনের জন্য। এবং
হে আল্লাহ!

الْإِيمَانَ وَزَيِّنْهُ فِي قُلُوبِنَا وَكِرَاهِ الْبِنَا

আমাকে দাও ইমানের প্রেম। একে সুন্দর কর
আমাদের অন্তরে, ঘৃণা দাও

الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ وَاجْعَلْنَا

কুফর, শির্ক, নাকরমানী প্রভৃ গুনাহের প্রতি; এবং
শামিল কর আমাদের

مِنَ الرَّاشِدِينَ ۝ اللَّهُمَّ قِنِي عَذَابَكَ

সজ্জনদের মতো। হে আল্লাহ, বাঁচাও আমাকে
কিরামতের আভার থেকে—

يَوْمَ تَبْعَتْ عِبَادَكَ ۝ اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي الْجَنَّةَ

যে দিন তুমি তোমার দান্দাকে আবার জিন্দা করবে;
হে আল্লাহ!

بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝

নসিবকর আমাকে বেহেশত বিনা হিসেবে!

রুকুনে ইয়েমানীতে পৌঁছে এই দোয়া করে ফেলতে হবে এবং এগিয়ে যেতে নীচের দোয়া পড়ুন:

رَبَّنَا إِنَّا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي الآخِرَةِ
হে আমার প্রতিপালক! দুনিয়া এবং আখেরাতে
আমাকে কল্যাণ দাও,

حَسَنَةٌ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ وَأَدْخِلْنَا
দোজখের আজাব থেকে আমাকে বাঁচাও এবং দাখিল
কর আমাকে

الْجَنَّةَ مَعَ الْاَبْرَارِ يَا عَزِيزُ يَا غَفَّارُ
বেহেশতে নেক লোকদের সাথে, হে শক্তিমান, হে
মহান গর্জনাকারী,

يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ

হে সর্বজগতের প্রতিপালক!

এখন হজরে আসওয়াদে পৌছে চুমন করুন।
 তীড় হলে দূর দেকে দু'হাত কান পর্য্যন্ত তুলুন
 একে বলে এসতেনাম এবং

بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُ أَكْبَرُ وَ لِلَّهِ الْحَمْدُ

(আল্লার নামে শুরু করছি যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সব
 প্রশংসা তাঁরই)

(আল্লার নামে শুরু করছি যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সব
 প্রশংসা তাঁরই)

পড়তে পড়তে হাত নামিয়ে ফেলুন এবং এগিয়ে
 চলুন আর এই দোয়া পড়তে তৃতীয় পাক (তওয়াফ)
 শুরু করুন :

তৃতীয় তওয়াফের দোয়া

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ وَالشَّرِّ

হে আল্লাহ! তোমার পানাহ চাচ্ছি তোমার (আযাত
 ও আহকাম সম্পর্কে)

وَالشِّتْقَاقِ وَالنِّفَاقِ وَسُوءِ الْإِخْلَاقِ وَ

সন্দেহ পোষণ থেকে, তোমার শরীক চেহরণে
 থেকে, —তোমার

سُوءِ الْمُنْظَرِ وَالْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَالْأَهْلِ

আহ - কামেন বিক বিতা, কপটিতা কুমভাব, কুদশ্য থেকে,
ধন, জন, ও সম্বানেন বরনাদী থেকে; হে আল্লাহ,

وَالْوَلَدِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ رِضَاكَ

তোমার কাছ থেকে চাই তোমার তুষ্টি ও বেহেশত,
পানাহ চাই

وَالْجَنَّةِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ سَخَطِكَ وَالنَّارِ

তোমার গজব থেকে ও দোজখ থেকে; হে আল্লাহ!

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ

পানাহ চাই তোমার কাছে কবরের আজাব থেকে;
পানাহ চাই

وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ

তোমার কাছে—জীবন মৃত্যুর আপদ থেকে।

ককনে ইয়ামানিতে পৌছে এই দোয়া শেষ করুন
এবং অগ্রসর হয়ে এই দোয়া পড়ুন:—

رَبَّنَا إِنِّي فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي الآخِرَةِ

হে আমার প্রতিপালক! কল্যাণ দাও আমাকে
দুনিয়া এবং আখেরাতে,

حَسَنَةٌ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۝ وَأَدْخِلْنَا

এবং বাঁচাও আমাকে দোজখের আজাব থেকে, এবং
দাখিল কর আমাকে

الْجَنَّةَ مَعَ الْإِبْرَارِ يَا عَزِيزُ يَا غَفَّارُ يَا

বাহেশতে নেক বান্দাদের সঙ্গে, হে মহাপাক্রম!
মহা মার্জনাকারী!

رَبِّ الْعَالَمِينَ

হে বিশ্বপালক!

হাজারে আসওয়াদ পৌছে চুম্বন করুন, কিন্তু, ভীড়
থাকলে দূরে দাঁড়িয়ে দু'হাত কান পর্যন্ত তুলে বলুন:—

بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُ أَكْبَرُ وَاللَّهُ الْحَمْدُ

শুরু করছি আল্লাহর নামে যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সকল
প্রশংসা আল্লাহর।

এই পড়তে পড়তে দু'হাত নামিয়ে নিন এবং সামনে
অগ্রসর হোন আর এই দোয়া পড়তে পড়তে চতুর্থ
পাক (তওয়াফ) শুরু করুন :

চতুর্থ তওয়াফের দোয়া

اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا مَبْرُورًا وَسَعْيًا مَشْكُورًا

হে আল্লা! আমার এই হজ্জকে কবুল কর, আমার
এই কোশশকে সফল

وَذَنْبًا مَغْفُورًا وَعَمَلًا صَالِحًا مَقْبُولًا

কর আমার গুনাহকে মফ কর, আমার নেক
আমলকে কবুল কর

وَتَجَارَةً لَنْ تَبُورَ يَا عَالِمَ مَا فِي الصُّدُورِ

আর এমন তেজারত নসিব কর যাতে ক্ষতি নাই;
হে আন্তর্যামী!

أَخْرِجْنِي يَا اللَّهُ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ

আমাকে অঁধার থেকে বের করে আলোতে নিয়ে যাও

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ

हे आलाह! तोमार काहू थके पेटे चाई तोमार

وَعَزَائِمِ مَغْفِرَتِكَ وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ

रहमत, पाप माईनार उपाय, सब गुणाह थके
बाँचार पथ,

إثْمٍ وَالْغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بَرٍّ وَالْفُوزَ بِالْجَنَّةِ

सङ्काजेर सामथा, बेहेशत प्राप्ति उ
दोजधेर आजार थके नेजात। हे प्रतिपालक!

وَالنَّجَاةَ مِنَ النَّارِ ۝ رَبِّ قِنِّعْنِي بِمَا رَزَقْتَنِي

तोमार देওয়া रोजीते आमाके तूट्टि दाउ, बरकत
दाउ आमाके

وَبَارِكْ لِي فِيهَا أَعْطَيْتَنِي وَأَخْلَفْ عَلَيَّ كُلَّ

तोमार देওয়া ने'मते, बदल दाउ आमाके तोमार
देওয়া

غَائِبَةٍ لِي مِنْكَ بِخَيْرٍ ۝

मसिबतेर जन्य नेकि।

ককনে ইয়েমানীতে পৌঁছে এই দোয়া শেষ করে
অগ্রসর হতে থাকবেন এবং পড়বেন :

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ

হে প্রতিপালক! কল্যান দাও আমাদের দুনিয়া এবং
আখেরাতে,

حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ وَأَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ

বাঁচাও আমাদের দোজখের আঁজাব থেকে, দাখিল কর
আমাকে বেহেশতে নেক বান্দাদের সঙ্গে হে শক্তিমান!

مَعَ الْأَبْرَارِ يَا عَزِيزُ يَا غَفَّارُ يَا رَبُّ الْعَالَمِينَ

হে মার্জনাকারী

হে সর্বজগতের প্রতিপালক!

হজরে আস্‌ওয়াদে পৌঁছে চুম্বন করুন এবং ভীড়
থাকলে দূর থেকে দু'হাত কান পর্গাস্ত তুলুন এবং
বলুন—

بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُ أَكْبَرُ وَاللَّهُ الْحَمْدُ

শুরু করছি আল্লাহর নামে যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ এবং
সকল প্রশংসা আল্লাহর

এই পড়তে পড়তে হাত নামিয়ে নিন এবং সামনে
এগুন আর এই দোয়া পাঠের সঙ্গে পঞ্চম পাক
(তওয়াফ) শুরু করুন।

পঞ্চম তওয়াফের দোয়া

اللَّهُمَّ أَظِلَّنِي تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِكَ يَوْمَ لَا ظِلَّ

হে আল্লাহ! তোমার আরশের ছায়ায় আমাকে আশ্রয়
দাও যেদিন

لَا ظِلَّ عَرْشِكَ وَلَا بَاقِي إِلَّا وَجْهُكَ وَأَسْقِنِي

তোমার আরশের ছায়া আর কোন ছায়া
থাকবে না, এবং

مِنْ حَوْضِ نَبِيِّكَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

তুমি ছাড়া আর কোন কিছুর অস্তিত্ব থাকবে না,
পান করাও

وَسَلَّمَ شُرْبَةً هَنِئِيئَةً مَرِيئَةً لَا نَظْمًا بَعْدَ

আমাকে তোমার নবীর হাউজ থেকে সুশীতল সুস্বাদু
পানীয় যেন

هَآأَبَدًا ۝ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا

এর পর আব পিপাসা না হয়, তোমার কাছে চাই
কল্যাণ যা চেয়ে

سَأَلِكَ مِنْهُ مِنْهُ نَبِيِّكَ سَيِّدُنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ

ছিলেন তোমার নবী মোহাম্মদ (দঃ) পানাহ চাই
তোমার কাছে

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذُ

সব অকল্যাণ থেকে যা থেকে পানাহ চেয়েছিলেন তোমার

مِنْهُ مِنْهُ نَبِيِّكَ سَيِّدُنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

নবী মোহাম্মদ সাল্লাল্লাইহে ওয়া'সাল্লাম,
হে আল্লাহ!

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَنَعِيمَهَا وَمَا

চাই তোমার কাছে বেহেশত এবং তার সব নে'মত

يُقَرِّبُنِيْ اِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ اَوْ فِعْلٍ اَوْ عَمَلٍ

আর সেই কথা, কাজ ও আমল যা বেহেশত লাভে

وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا يَقْرَبِي إِلَيْهَا مِنْ

সাহায্য করবে; তোমার পানাহ চাই দোজখ থেকে
এবং যে

مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ عَمَلٍ

সব কথা, কাজ ও আমল থেকে যা দোজখ পৌছতে
সাহায্য করবে।

রুকনে ইয়েমানী পর্য্যন্ত এই দোয়া শেষ করবেন
এবং অগ্রসর হতে হতে পড়বেন :

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ

হে আমার প্রতিপালক! কল্যাণ দাও আমাকে
দুনিয়া এবং আখেরাতে.

حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ وَأَدْخِلْنَا

রক্ষা কর দোজখের আজাব থেকে এবং দাখিল
কর বেহেশতে

الْجَنَّةَ مَعَ الْأَبْرَارِ يَا عَزِيزُ يَا غَفَّارُ يَا

নেক বান্দাদের সাথে, হে শক্তিমান! হে ক্ষমাশীল!

رَبِّ الْعَالَمِينَ ط

হে বিশ্বপালক।

হজ্জের আগুওয়াদে পৌঁছে চুখন করুন ভীড় বেশী
হলে দূরে থেকে দু' হাত থেকে কাঁধ পরাস্ত তুলে
বলুন :

بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُ أَكْبَرُ وَاللَّهُ أَحْمَدُ ط

(শুরু করছি আল্লাহর নামে যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ এবং
সকল প্রশংসা আল্লাহর)

এই পড়তে পড়তে হাত নামান এবং নীচের দোয়া
পাঠের সঙ্গে ষষ্ঠ পাক (তওয়াফ) শুরু করবেন।

ষষ্ঠ তওয়াফের দোয়া

اللَّهُمَّ إِنَّ لَكَ عَلَيَّ حُقُوقًا كَثِيرَةً فِيمَا

হে আল্লাহ! আমার উপর তোমার বহু হক আছে
আমারও তোমার মধ্যে,

بِيُنِي وَبِيَدِيكَ وَحُقُوقًا كَثِيرَةً فِيمَا بِيُنِي وَ

এবং আমার ও তোমার সৃষ্টির মধ্যে,

بَيْنَ خَلْقِكَ اللَّهُمَّ مَا كَانَ لَكَ مِنْهَا

হে আল্লাহ! এর মধ্যে যা তোমার তা মাক কর,

فَاغْفِرْ لِي وَمَا كَانَ لِخَلْقِكَ فَتَحَمَّلَهُ

আর যা তোমার সৃষ্টির তা মাক করানোর ভার নাও,

عَنِّي وَأَعِزَّنِي بِحِلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَ

হানান কামাই দিয়ে আমাকে হারাম থেকে বাঁচাও,
বন্দেগীর সামর্থ দিয়ে

بِطَاعَتِكَ عَنْ مَعْصِيَتِكَ وَبِفَضْلِكَ عَنْ

গুনাহ থেকে বাঁচাও, তোমার করুনা দিয়ে অনোর
দারস্থ হওয়া থেকে বাঁচাও

مَنْ سِوَاكَ يَا وَاسِعَ الْمَغْفِرَةِ اللَّهُمَّ إِنَّ

হে অসীম ক্ষমাশীল! হে আল্লাহ! তোমার ঘর
মহিমা পূর্ণ

بَيْتِكَ عَظِيمٌ وَوَجْهَكَ كَرِيمٌ وَأَنْتَ يَا

তুমি করুণাময় এবং হে আল্লাহ তুমি মহনশীন,
মহানুভব

اللَّهُ حَلِيمٌ كَرِيمٌ عَظِيمٌ تَحِبُّ الْعَفْوَ

মহিসাময়, তুমি ক্ষমা ভালবাস তাই

فَاعْفُ عَنِّي

আমাকে ক্ষমা কর।

করুনে ইয়েমানীতে পৌঁছা পর্যন্ত দোয়া শেষ করুন
এবং এ গুতে থেকে এই দোয়া পড়ুন :

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ

হে আমার প্রতিপালক কল্যাণ দাও আমাকে দুনিয়া
এবং আখেরাতে,

حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ وَأَدْخِلْنَا

বাঁচাও আমাকে দোজখের আঁজাব থেকে এবং দাখিল
কর আমাকে বেহেশতে

الْجَنَّةَ مَعَ الْإِبْرَارِ يَا عَزِيزُ يَا غَفَّارُ يَا رَبِّ

নেক বান্দাদের সঙ্গে, হে শক্তিমান হে ক্ষমাশীল! হে

الْعَلَمِينَ ط

বিশ্বপালক।

হাজারে আস্‌ওয়াদে পৌঁছে চুম্বন করবেন এবং ভীষণ
থাকলে দূরে থেকে দু'হাত কান পর্য্যন্ত তুলে বনুন

بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُ أَكْبَرُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ ط

(শুরু করছি আল্লাহর নামে যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ এবং
সকল প্রশংসা আল্লাহর)

এই বলতে বলতে হাত নানান এবং এগিয়ে যান
আর নীচের দোয়া পাঠের সঙ্গে সপ্তপাক (তওয়াফ)
শুরু করুন।

সপ্তম তওয়াফের দোয়া

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ إِيمَانًا كَامِلًا وَيَقِينًا

হে আল্লাহ! তোমার কাছ থেকে চাই কারো

صَادِقًا وَرِزْقًا وَاسِعًا وَقَلْبًا خَاشِعًا وَلسَانًا

ইমান, যাচা একিন, কৃশাদা বিজিক তোমার

ذِكْرًا وَكُسْبًا حَلَالًا طَيِّبًا وَتَوْبَةً نُّصُوحًا وَ

ভীতি-পূর্ণ অন্তর তোমার স্মরণে
নিপুজিত, পাক হালান

تَوْبَةً قَبْلَ الْمَوْتِ وَرَاحَةً عِنْدَ الْمَوْتِ وَمَغْفِرَةً

উপার্জন, সত্যিকার তওবা, মরণের আগে তওবা,
মরণকালে শান্তি ও

وَرَحْمَةً بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْعَفْوَ عِنْدَ الْحِسَابِ وَالْقَوْلُ

মার্জন, মৃত্যুর পর রহমত, হিসেবের সময় রেহাই
বোহেশত লাভের সাফল্য

بِالْجَنَّةِ وَالنَّجَاةَ مِنَ النَّارِ بِرَحْمَتِكَ يَا عَزِيزُ

দোজখ থেকে নেছাত, তোমারই করুণায় হে শক্তিমান!
হে ক্ষমাশীল

يَا غَفَّارُ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا وَالْحَقِّي بِالصَّالِحِينَ ط

হে প্রতিপালক আমার জ্ঞান বাড়িয়ে আমাকে
নেকদের অন্তর্ভুক্ত কর।

রুকনে ইয়মানী পর্য্যন্ত এই দু'রা শেষ করুন এবং
এ গুতে এ গুতে নীচের দোয়া পড়ুন :

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ

হে আমার প্রতিপালক! আমাকে কল্যান দাও দুনিয়া
এবং আখেরাতে,

حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ وَأَدْخِلْنَا

বাঁচাও দোজখের আঁজার থেকে এবং দাখিল কর
বেহেশতে নেক বান্দা-

الْجَنَّةَ مَعَ الْأَبْرَارِ يَا عَزِيزُ يَا غَفَّارُ يَا

দেব সাথে. হে শক্তিমান! হে ক্ষমাশীল!

رَبِّ الْعَالَمِينَ ط

হে বিশ্বপালক!

হাজারে আস্‌ওয়াদে পৌঁছে চূপন করুন এবং ভীড়
থাকলে দূরে থেকে কান পর্যাস্ত হাত তুলে বলুন :

بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ

(শুরু করছি আল্লাহর নামে যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ এবং
সকল প্রশংসা আল্লাহর)

এই বলতে বলতে হাত নামিয়ে নিন এবং এখন
মুলতাজেমের কাছে দাঁড়িয়ে এই দুয়া পড়ুন :— (হাজারে
আস্‌ওয়াদ এবং খানায়ে কা'বার চৌকাটের মাঝ
খানে যে স্থান তাকে মুলতাজেম বলে।)

মকামে মুলতাজেমের দোয়া

اللَّهُمَّ يَا رَبَّ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ أَعْتِقْ رِقَابَنَا

হে আল্লাহ হে প্রাচীন ঘরের রক্ষক। বাঁচাও আমাদের

وَرِقَابَ آبَائِنَا وَأُمَّهَاتِنَا وَإِخْوَانِنَا وَأَوْلَادِنَا

আমাদের বাপ দাদা, মা, ভাই বোন এবং সন্তানদের

مِنَ النَّارِ يَا ذَا الْجُودِ وَالْكَرَمِ وَالْفَضْلِ

দোজখের আগুন থেকে। হে দয়াল! হে করুণাময়!

وَالْمِنَّ وَالْعَطَاءِ وَالْإِحْسَانِ اللَّهُمَّ أَحْسِنُ

হে কৃপাময়! হে মহান দাতা! হে আল্লাহ!

عَاقِبَتَنَا فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا وَأَجِرْنَا مِنْ خَيْرِ

আমাদের সব কাজের পরিণামকে কর সুন্দর বাঁচাও

الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ

আমাদের দুনিয়ার অপমান এবং আখেরাতের আজাব
থেকে হে আল্লাহ!

وَابْنُ عَبْدِكَ وَاقِفٌ تَحْتَ بَابِكَ مُلتَزِمٌ

আমি তোমার বন্দা, তোমার বান্দার সম্মান, দাঁড়িয়ে

بِأَعْتَابِكَ مُتَدَلِّلٌ بَيْنَ يَدَيْكَ أَرْحَمُ جَمْتِكَ

আছি তোমার ঘরের দরজায়। বুকে জড়িয়ে আছি
তোমার ঘরের

وَأَخُشِي عَذَابَكَ مِنَ النَّارِ يَا قَدِيمَ

চৌকাঠে আকুল হয়ে কাঁধছি তোমার সামনে, আরজ
করছি তোমার

الْإِحْسَانِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ تَرْفَعَ

বহমান্তের, ভয় করছি দোজখের আজাবের হে চীর
দয়াল; হে আল্লাহ!

ذِكْرِي وَتَضَعْ وَزُرِّي وَتُصْلِحْ أَمْرِي وَتُطَهِّرْ

তোমার কাছে প্রার্থনা—কবুল কর আমার এবাদত,
নাগিয়ে দাও

قَلْبِي وَتُنَوِّرْ لِي قَبْرِي وَتَغْفِرْ لِي ذَنْبِي وَأَسْأَلُكَ

আমার পাপের বোঝা ফসলাহ করে দাও আমার
সব কাজকে, পবিত্র কর আমার অন্তরকে

اللَّهُمَّ جَاتِ الْعُلَى مِنَ الْجَنَّةِ آمِينَ ○

আলোকিত করে দাও আমার কবরকে, নাক করে
দাও আমার গুণাহকে মাগছি তোমার কাছ থেকে
বেহেশতে উচ্চ মর্যাদা, আমীন!

এই দোয়া শেষ করে মকামে ইবরাহীমে আসুন
এবং দু'রাকাত নামাজ পড়ুন। তওয়াক্কের ওয়াজেব
নামাজ বলে নিয়ত করিবেন এবং সালাম ফেরানোর
পর নীচের দোয়া পড়ুন :—

মকামে ইবরাহীমের দোয়া

اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ سِرِّي وَعَلَانِيَتِي فَأَقْبِلْ

হে আল্লাহ! আমার অস্তর বাহির দুই তুমি জান,
কাছেই আমার অনুসূচনা

مَعْدِنَاتِي وَتَعْلَمُ حَاجَتِي فَأَعْطِنِي سُؤْلِي وَ

কবুল কর, তুমি জান আমার অভাব কাছেই পূরণ
কর আমার প্রার্থনা

تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي فَأَغْفِرْ لِي ذُنُوبِي ۝ اللَّهُمَّ

তুমি জান আমার মনের কথা কাছেই ক্ষমা কর
আমার গুনাহ; হে

إِنِّي أَسْأَلُكَ إِيْمَانًا يُبَشِّرُ قَلْبِي وَيَقِينًا

আল্লাহ, তোমার কাছে চাই ঈমান, যা অস্তরে গেথে
থাকবে, চাই সাদ্‌চা

صَادِقًا حَتَّى أَعْلَمَ أَنَّهُ لَا يُصِيبُنِي إِلَّا مَا

একিন যেন বুঝতে পারি যে, আমার ভাল-মন্দ
সব তোমারই

كَتَبْتُ لِي وَرِضَاءَ مَنْكَ بِمَا قَمْتُ لِي

ইচ্ছেয় হচ্ছি, চাই পূর্ণ তুষ্টি তোমার দেওয়া কিসমতে
তুমি আমার বন্ধু

أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ طَوْفِي

দুনিয়া এবং আখেরাতে, মৃত্যু দিও আমাকে-মুসলিম
হিসেবে, দাখিল

مُسْلِمًا وَالْحَقِّي بِالصَّالِحِينَ ○ اللَّهُمَّ لَا

কর আমাকে নেক বান্দাদের দলে; হে আল্লাহ,

تَدْعُ لَنَا فِي مَقَامِنَا هَذَا إِذْ نَبَا الْأَعْفِرَةَ

আমার একটি গুনাহও মেন
এখানে ক্ষমার বাকী না থাকে

وَلَا هَمًّا إِلَّا فَرَجْتَهُ وَالْحَاجَةَ الْاُقْضِيَّتَا

সব মুসকিল আগান
করে দাও, সব ছাড়া

وَيَسِّرْهَا فَيَسِّرْ أَمُورَنَا وَأَشْرَحْ صُدُورَنَا

পুরো করে দাও, আমার কাজকে সহজ করে দাও,
অস্তরকে খুলে দাও.

وَنُورُ قُلُوبِنَا وَأُخْتِمِرَ بِالصَّلَاتِ أَعْمَالَنَا

আলোকিত করে দাও, আমলকে নেক আমলে পরিণত করে দাও; হে

اللَّهُمَّ تَوَقَّفْنَا مُسْلِمِينَ وَالْحَقْنَ بِالصَّالِحِينَ

আল্লাহ! মৃত্যু দিও মুসলমান হিসেবে, শামিল করো আমাদের নেক

غَيْرِ خَزَائِيَا وَلَا مَفْتُونِينَ أَمِينَ يَا رَبِّ

বান্দাদের মধ্যে বিনা জিল্লালে এবং বিনা ফেতনায়, আমীন,

الْعَالَمِينَ ۞ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى جَبِيئِهِ

হে বিশ্বপালক! আল্লাহর রহমত হউক তার দোস্ত

سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

নোহাদানের (দঃ)

উপর এবং তার সব আল ও আসহাবের উপর।

এরপর জনজম শরীফে আসুন এবং কেবলা মুখো হয়ে বিসমিল্লাহ পড়ে তিন নিঃশ্বাসে তৃপ্তির সঙ্গে আবে জনজম পান করুন আর আলহানদুলিল্লাহ বলে এই দুয়া পড়ুন:—

دُعَاؤُنَا بِحَيْثُ: - اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا

হে আল্লাহ! তোমার কাছে চাচ্ছি আমি ফলপ্রসূ

وَرِزْقًا وَاسِعًا وَشِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ

জ্ঞান, স্বচ্ছল জীবিকা আর সকল রোগ থেকে
আরোগ্য।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

বিসমিল্লাহির রাহমানিররাহীম

‘সাফা’র দুয়া

أَبَدًا أَبَاطِدًا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِنَّا الصَّفَا

যে জিনিস দিয়ে শুরু করেছেন আল্লাহ আর
আল্লাহর রসূল তাই দিয়ে আমিও শুরু করছি;

وَالسَّرْوَةِ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتِ

প্রকৃত পক্ষে ‘সাফা’ আর ‘নারওয়া’ হচ্ছে
আল্লাহর নিদর্শন; তাই যে আল্লাহর ঘরের হাঙ্গ করে

أَوْاعْتَمِرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا

কিন্তু উমরা করে তার পক্ষে এগুলোর তওয়াফ
করায় কোন গুনাহ নেই; এবং

وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ

যে স্বেচ্ছায় কোন ভাল কাজ করে, তা'হলে
নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'লা
তা জানতে পারেন এবং তার মলা দেন।

'সাফা' আর 'মারওয়ার' মন্ডা দৌড়ের নিয়ত

اللَّهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَسْعَى مَا بَيْنَ الصَّفَا

হে আল্লাহ, আমি এরাদা করছি যে, সাফা আর
মারওয়ার মন্ডা দৌড়

وَالْمَرْوَةِ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ سَعَى الْحَجَّةِ أَوْ

সাতবার, এই দৌড় হজ্জের জন্য হোক কিন্না

الْعُمْرَةِ لِلَّهِ تَعَالَى عَزَّ وَجَلَّ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ

উমরার জন্য, মহাশয় ও মহা পরাক্রম আল্লাহতালার
উদ্দেশ্যে, হে সারা জাহানের প্রতিপালক!

اللَّهُ أَكْبَرُ كِبْرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا وَ

আল্লাহ অতি মহাণ আর সব সীমাহীন প্রশংসা
তারই প্রাপ্য;

سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ وَحَمْدِهِ الْكَرِيمِ

মহাণ আল্লাহর পবিত্রতা বয়ান করছি দয়াল
খোদার প্রশংসা কীর্তনের সাহায্যে

بِكُرَّةٍ وَأَصِيلًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ

সকালে ও সকালে; (হে মানব) রাতের কোন
সময়ে উঠে তার সামনে শির নত কর,

وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا لَرَأَى اللَّهُ وُجُودَهُ

আর রাত ভর তার পবিত্রতা বয়ান কর; আল্লাহ
দেখ ছাড়া উপাস্য আর কেউ নেই,

أَنْجَزَ وَعَدَّهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَرَمَ الرُّحْرَابَ

সে অস্বীকার, (অতীতে) সে ওয়াদা পালন
করেছে, তার বান্দা (সহান্দ নাঃ) কে সাহায্য

وَحُدَّةٌ لَأَشْيُ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ يُحْيِي وَ

করেছে আর পরাজিত করেছে

কাফেরদের দলগুলোকে একাই; সে অনাদি, অনন্ত,

يُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ دَائِمٌ لَا مَوْتَ بِيَدِهِ

সেই জীবন দেয় এবং নেয়, সে চিরঞ্জীব অক্ষয়

الْخَيْرُ وَالْيَقِينُ الْمَصِيرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ

অনর, সে কল্যানময়, ফিরে যেতে হবে তারই কাছে

قَدِيرٌ رَبُّ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَاعْفُ وَتَكْرُمٌ

(সবাইকে), আর সব কিছুর উপর তার ক্ষমতা
অপ্রতিহত।

وَتَجَاوَزُ عَمَّا تَعْلَمُ إِنَّكَ اللَّهُ تَعْلَمُ مَا لَا نَعْلَمُ

হে প্রভু! ক্ষমা কর, দয়া কর, গুনাহ মাফ
কর, অনুগ্রহ কর, আর

إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ رَبُّ نَجْمَانِ النَّارِ

তুমি যা জান তা মার্জনা কর, হে আল্লাহ
তুমি সবই জান, যা আমরা জানিনা তাও জান,

سَالِمِينَ غَانِمِينَ فَرِحِينَ مُسَبِّحِينَ

তোমার শক্তি আর অনুগ্রহের তুলনা নেই,
হে প্রভু, দোজখ থেকে আমাদের বাঁচাও,

مَعَ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ

নিরাপদ, সফলকাম, সানন্দ ও সহর্ম রেখে
তোমার নেক বান্দাদের সঙ্গে যারা পেয়েছে

اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ

তোমার ইনাম অর্থাৎ বার্তাবাহী, সত্যানুসারী, সত্যের

وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ

জন্য প্রাণ উৎসর্গকারী আর অন্যান্য নেক
বান্দাদের সঙ্গে; এরাই হচ্ছে উত্তম

رَفِيقًا ذِكُ الْفَضْلِ مِنَ اللَّهِ وَكفى بِاللَّهِ

বন্ধু; এ ধন আল্লাহর কাছ থেকেই পাওয়া যেতে
পারে; আল্লাহ খুব ভাল করেই জানেন কে এর

عَلِيمًا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ حَقًّا لَا إِلَهَ إِلَّا

সত্যি করে বলছি উপাস্য একমাত্র আল্লাহ ছাড়া
আর কেউ নেই; নেই কোন উপাস্য

اللَّهُ تَعْبُدُ أَوْ رِقَابًا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا تَعْبُدُ

আল্লাহ ছাড়া বন্দেগী আর গোলানী পাবার যোগ্য;
(স্বীকার করছি) উপাস্য আল্লাহ ছাড়া আর কেউ

إِلَّا آيَاتُهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ

নেই, আরাধনা করি শুধু তারই, সত্যিকার
অনিগত্য শুধু তারই জন্য

الْكَافِرُونَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْأَحَدُ

যদিও কাফেররা তা পসন্দ করে না; উপাস্য
একমাত্র আল্লাহ যিনি এক ও অদ্বিতীয়,

الْفَرْدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ صَاحِبَةً وَ

একক ও স্বয়ং-সম্পূর্ণ যিনি (কাউকে) পর্ত্বীও
ধানাননি পুত্রও বানাননি, বিশ্ব পরিচালনায়

لَا وِلْدًا أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَ

তার কোন শরীকদার নেই আর দুর্বলতাও নেই
যার জন্য সাহায্যকারীর প্রয়োজন হতে পারে

يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الدُّنْيَا وَكَبْرَةٌ تَكْبِيرًا اللَّهُمَّ

(হে শ্রোতা!) তুমিও তার মহত্ব ভালকরে বর্ণনা
কর; হে আল্লা, তোমার প্রেরিত কেতাবে তুমি

إِنَّكَ قُلْتَ فِي كِتَابِكَ الْمُنزَّلِ ادْعُونِي

বলেছ, "আমাকে ডাক আমি সাড়া দেব,"

اسْتَجِبْ لَكُمْ دَعْوَانَا وَرَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا كَمَا

আমরা তোমাকে ডাকছি, হে প্রভু, আমাদের
গুনাহ মাফ কর, তুমি যে ওয়াদা করেছ,

وَعَدْتَنَا إِنَّكَ لَا تَخْلِفُ الْمِيعَادَ رَبَّنَا

আর তুমিত ওয়াদা খেলাফী করোনা; হে পরওয়ার-
দিগার, আমরা শুনেছি একজন

إِنَّا سَمِعْنَا مَنَادًا يَأْتِيَانِي لِلْإِيمَانِ أَنْ

ঘোষনাকারীকে ঈমানের দাওত দিয়ে বলেছেন,
"তোমাদের প্রভুর উপর ঈমান আন"

أَمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَامْنَأ رَبَّنَا وَغُفِرَ لَنَا ذُنُوبَنَا

তাই আমরা ঈমান এনেছি; হে আমাদের প্রতি-
পালক, আমাদের গুনাহ মাফ কর, সব অন্যায়

وَكَفَّرَ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَقَّانَا مَعَ الْإِبْرَارِ رَبَّنَا

অনাচারি আমাদের দূর করে দাও আর আমাদের মরণ
দাও সৎ-লোকদের সঙ্গে; আর তাই দাও আমাদের

وَإِنَّمَا وَعَدْنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَارْتَمَزْنَا بِيَوْمِ

যার ওয়াদা করেছ তুমি তার রসূলদের কাছে,
আর কসওয়া করোনা আমাদের

الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَأَتَّخِيفُ الْمُبْعَاذَ رَبَّنَا

কিয়ামতের দিনে; নিশ্চয়ই তুমি ওয়াদা ভঙ্গ
করনা; হে আমাদের প্রতিপালক,

عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ

ভরসা করেছি শুধু তোমারই উপর আর এসেছি
তোমারই কাছে এবং তোমার কাছেই

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا

ফিরে যেতে হবে; হে প্রভু, ক্ষমা কর আমাদের
আর আমাদের ভাইদের যারা ঈমানের

بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ

ব্যাপারে আমাদের অগ্রবর্তী, বিদ্বেষ দিওনা
আমাদের অন্তরে

آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ رَبَّنَا

তাদের প্রতি যারা ঈমান এনেছে, হে প্রভু,
তুমি সত্যি বড় দয়ালু, করুণাময়;

أَتَمُّ لَنَا نُورَنَا وَاعْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ

হে প্রভু, আমাদের (ঈমানের) নূরকে পরিপূর্ণ
কর আর ক্ষমা কর আমাদের, নিশ্চয় তুমি

شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْخَيْرَ كُلَّهُ

সব করতে পার; হে দয়াল, তোমার কাছে
প্রার্থনা করছি সব বরকম কল্যান,

عَاجِلَهُ وَآجِلَهُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ

যা আশু তাও, যা পৌণ তাও; আশ্রয় চাচ্ছি
তোমার

عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ أَسْتَغْفِرُكَ لِذَنْبِي وَ

সব বরকম অকল্যান থেকে, তা আশু ছোক
কিন্মা পৌণ; মার্জনা চাচ্ছি

أَسْأَلُكَ رَحْمَتَكَ اللَّهُمَّ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا

আমার গুনাহের আর ভিক্ষা মাগছি তোমার
রহমতের; হে আল্লাহ,

وَلَا تُزِعْ قَلْبِي بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنِي وَهَبْ لِي

হে প্রভু, আমার জ্ঞান বাড়িয়ে দাও, বিভ্রান্ত
করোনা আমার অন্তরকে

مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ

সত্য পথ দেখানোর পর, দান কর আমাকে
তোমার ধার রহমত,

اللَّهُمَّ عَافِنِي فِي سَمْعِي وَبَصَرِي لَا إِلَهَ إِلَّا

নিশ্চয়ই তুমি মহাশয় নাতা; হে আল্লাহ, সংশীল
কর আমার কান

أَنْتَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابٍ

আর চোখকে, উপাস্য তুমি ছাড়া আর কেউ
নেই; হে আল্লাহ, সত্য আমি

الْقَبْرِ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ

আশ্রয় চাচ্ছি তোমার কাছে কবরের আত্মা
থেকে; উপাস্য তুমি ছাড়া কেউ নেই,

مِنَ الظَّالِمِينَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ

পবিত্রতা ঘোষণা করছি তোমার, নিশ্চয়ই আমি
ছিলাম অন্যতম পাপিষ্ঠ।

الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ

হে আল্লাহ, তোমার কাছে পানাহ চাচ্ছি কুফর
আর দারিদ্র থেকে;

سَخَطِكَ وَبِمَعَاوَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَ

হে আল্লাহ, আশ্রয় চাচ্ছি তোমার তুষ্টির তোমার
কোপা থেকে,

أَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا أَحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ

তোমার বখশিশের তোমার শাস্তি থেকে; আর
তোমার থেকে তোমারই আশ্রয় চাচ্ছি;

أَنْتَ كَمَا أَتَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ فَلَكَ الْحَمْدُ

কুলিয়ে উঠতে পারিনা তোমার প্রশংসা করে
তুমি তেমনি যেমনটি

حَتَّى تَرْضَى اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِمَا

তুমি নিজে বর্ণনা করেছ, সব প্রশংসাই তোমার
যতক্ষণ না তুমি পুশী হও

تَعْلَمُ وَأَسْتَغْفِرُكَ مِنْ كُلِّ مَا تَعْلَمُ أَنَّكَ

হে আল্লাহ, তোমার কাছে চাচ্ছি তোমার আনা
সব জিনিষের ভাল, আর পানাহ চাচ্ছি তোমার

أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْمَلِكُ

আনা সব জিনিষের মন্দ থেকে; তুমি অপর্যায়ী; নেই
কোন উপাস্য, আল্লাহ ছাড়া যিনি সবার রাজা

الْحَقُّ الْمُبِينُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ الصَّادِقُ

সত্য, সুপ্রকাশ; মোহাম্মদ আল্লাহর রসূল

الْوَعْدِ الْأَمِينِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ كَمَا

প্রতিশ্রুতি রক্ষাকারী, বিশ্বাসী; হে আল্লাহ,
তোমার কাছে আমার প্রার্থনা, যেমন করে

هَدَيْتَنِي لِلْإِسْلَامِ أَنْ لَا تَنْزِعَهُ مِنِّي حَتَّىٰ

ইসলামের পথ আমাকে দেখিয়েছ, তেমনি আমার
থেকে তা ছিনিয়ে নিওনা,

تَتَوَفَّأَنِي عَلَيْهِ وَأَنَا مُسْلِمٌ اللَّهُمَّ اجْعَلْ

মরণ পর্য্যন্ত আর মরণ যেন হয় আমার মুসলিম
হিসেবে; হে আল্লাহ,

فِي قَلْبِي نُورًا وَفِي سَمْعِي نُورًا وَفِي بَصَرِي

আলো দাও আমার অন্তরে, শ্রবণে আর

نُورًا اللَّهُمَّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَكَيْسِرِي

দৃষ্টিতে; হে আল্লাহ, উন্মুক্ত করে দাও আমার বক্ষ,

أَمْرِي وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ وَسَاوِسِ اللَّصَدِ

সহজ করে দাও আমার কাজকে আর পানাহ
চাচ্ছি তোমার মনের বুকায়

وَشَتَاتِ الْأَمْرِ وَفِتْنَةِ الْقَبْرِ اللَّهُمَّ

অনিষ্ট থেকে, বিষয় কর্মের পেরেশানী থেকে
আর কবরের ফিতনা থেকে;

إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا يَلِجُ فِي اللَّيْلِ وَ

হে আল্লাহ, তোমার পানাহ চাচ্ছি সেসব জিনিষের
অনিষ্টকাৰিতা থেকে

مِنْ شَرِّ مَا يَلِجُ فِي النَّهَارِ وَمِنْ شَرِّ مَا

যা রাত্রে আসে আর যা দিনে আসে,

تَهْبُ بِهَ الرِّيَّاحُ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ط

এবং যা বাতাসে উড়িয়ে নিয়ে আসে, হে
শ্রেষ্ঠতম দয়াল;

سُبْحَانَكَ مَا عَبَدْنَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ يَا

আমি তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছি, তোমার
উপযুক্ত বন্দেগী করতে পারিনি, হে বোদা;

اللَّهُ سُبْحَانَكَ مَا ذَكَرْنَاكَ حَقًّا ذِكْرًا يَا اللَّهُ

তুমি পাক পবিত্র, স্মরণ করিনি তোমাকে তেমন
করে ঠিক যেমন করে করা উচিত,

سُبْحَانَكَ مَا شَكَرْنَاكَ حَقًّا شُكْرًا يَا اللَّهُ

হে আল্লা; তুমি পাক-পবিত্র, তোমার শুকর
আদায় তেমন করে করিনি যেমনটি করা উচিত

سُبْحَانَكَ مَا قَصَدْنَاكَ حَقًّا قَصْدًا يَا اللَّهُ

হে আল্লাহ; তুমি পাক-পবিত্র, তোমাকে চাওয়ার
মত চাইনি

اللَّهُمَّ حَبِيبُ الْبِنَاءِ الْإِيمَانِ وَزَيْنُهُ فِي

হে আল্লাহ; আয় খোদা, ইমানকে আমাদের
কাছে প্রিয় করে দাও আর

قُلُوبِنَا وَكَرَاهَةُ الْبِنَاءِ الْكُفْرِ وَالْفُسُوقِ

আমাদের অন্তরে একে শোভিত করে দাও
এবং আমাদের কাছে ঘৃণ্য করে দাও কুফরকে,

وَالْعَصِيَّانَ وَاجْعَلْنَا مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ

দুষ্টি আর অবাধ্যতাকে এবং আমাদের शामिल
কর তোমার নেককার বান্দাদের মধ্যে;

اللَّهُمَّ قِنَاعِدْ أَيْكَ يَوْمَ تَبْعَتْ عِبَادَكَ

हे अल्लाह, नाँचाओ आमादेर तोमार आजब
थेके सेई दिन येदिन तूमि आबार उठाने

اللَّهُمَّ اهْدِنِي بِالْهُدَى وَنَقِّنِي بِالتَّقْوَى

तोमार बान्दादेर; हे अल्लाह, देखाओ आमाके
सरल पथ, निस्थाप कर आमाके

وَاعْفِرْ لِي فِي الْآخِرَةِ وَالْأُولَى اللَّهُمَّ

ताकओमार साहायो, आमार मागफेरात कर
दुनिया आर आखेराते;

اَبْسُطْ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِكَ وَرَحْمَتِكَ وَفَضْلِكَ

हे अल्लाह, छडिये दाओ आमादेर उपर तोमार
बरकत, रहमत,

وَرِزْقِكَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ النَّعِيمَ

फजल आर रिजिक; हे अल्लाह, तोमार

الْمُقِيمِ الَّذِي لَا يَحُولُ وَلَا يَزُولُ أَبَدًا

काछे चाच्छि सेई नेमत या स्थायी हवे एवं
हात छाडा किन्ना बिनाश हवे ना

اللَّهُمَّ إِنِّي عَائِدٌ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا أَعْطَيْتَنَا

কখনো; হে আল্লাহ, তোমার আশ্রয় চাচ্ছি তোমারই দান করা জিনিষের অনিষ্ট থেকে; হে আল্লাহ,

وَمِنْ شَرِّ مَا مَنَعْتَنَا اللَّهُمَّ تَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ

আমাদের মৃত্যু দাও মুসলিম হিসেবে আর তোমার নেক বান্দাদের মতো আমাদের शामिल কর

وَالْحَقُّنَا بِالصَّالِحِينَ غَيْرَ خَزَايَا وَلَا مُفْتُونِينَ

বিনা অপমানে এবং বিনা আপদে; হে প্রভু (পথ চলা আমাদের) সহজ কর, কঠিন করোনা;

رَبِّ يَسِّرْ وَلَا تُعَسِّرْ رَبِّ تَمِّمْ بِالْخَيْرِ

হে প্রভু সনাপ্তি ওভ কর; নিশ্চয়ই সফা আর মারওয়া আল্লাহর নিদর্শণ; তাই যে খানা-ই-

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ

কাবার হজ্ব করে কিম্বা উমরা করে তার পক্ষে

فَمَنْ سَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ

এই নিদর্শণ দু'টির তওয়াফ করায় কোন দোষ

أَنْ يَطُوفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ

নেই। কেউ স্বেচ্ছায় ভাল কাজ করলে নিশ্চয়ই

اللَّهُ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ط

আল্লাহ তা জানতে পারেন এবং কদর করেন

মদিনা মুনাওয়ারা জিয়ারতের ফজিলত

হাদিস শরীফে আছে, যে ব্যক্তি হজ্ব করে হজরত রসুলে করিমের পবিত্র রওজা জিয়ারত করেনি, সে রসুলে করিমের উপর জুলুম করেছে।

মদিনা সফরের মহান্ব্য সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, রসুলুল্লাহ পুফাতের পর যে তাঁর রওজা মুবারক জিয়ারত করেছে সে যেন রসুলুল্লাহকে জীবদ্দশায় দর্শন করেছে।

নবী করিমের মাজার আর মসজিদে নববীর নিম্নের মধ্যে যে অংশের নাম রিয়া'জুল জানাত তা নফল নামাজ, ভেলাপতে কোরানে পাক, দরুদ শরীফ এবং অন্যান্য ওজিফা পড়ার পক্ষে খুবই মূল্যবান।

৬৮

মেহরাবে নববীতে নফল নামাজ পড়ার উত্তম সময় হচ্ছে ভোরে নামাজের ২।৩ ঘন্টা পরে।

মদিনা সরিফে অবস্থানকালে রওয়জা শরীফে বসে বেশী করে দরুদ শরীফ পড়া অভ্যস্ত সওয়াব ও বরকতের কাজ। মদিনা মুনাওয়ারায় থাকা কালে সম্ভব মত প্রতিদিন ইশরাকের পর ঘর থেকে ওজু করে মসজিদে কোবায় যেয়ে নফল নামাজ পড়ায় উমরার সওয়াব পাওয়া যায়।

রসূলে আকরাম (দঃ) বলেছেন, “যে ব্যক্তি আমার মসজিদে (অর্থাৎ মসজিদে নববীতে) চল্লিশ রাকাত নামাজ আদায় করেছে আর কোন নামাজ কাজ করেনি, সে নেফাক আর দোজখের আজাব থেকে নাজাত পাবে”।

রসূলে আকরাম (দঃ) বলেছেন, “মসজিদে আফসা আর আমার মসজিদ এই দুই জাগায় নামাজের সওয়াব পঞ্চাশ হাজার নামাজের সমান।



মদিনা গুনাওয়ারা জিয়ারতের দোয়া

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ

হে আল্লাহ তুমি শান্তি, তোমার কাছ থেকে
শান্তি আসে

وَإِلَيْكَ يَرْجِعُ السَّلَامُ فَحَيِّنَا رَبَّنَا

আর তোমার কাছেই ফিরে যায়, কাজেই
আমাকে বাঁচিয়ে রাখ,

بِالسَّلَامِ وَأَدْخِلْنَا دَارَكَ دَارِ السَّلَامِ

হে হোদা, শান্তি দিয়ে আর দাখিল কর আমাকে
(মৃত্যুর পর) তোমার

تَبَارَكَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ

শান্তির মূল্যকে; তুমি বরকত ওয়ালো, হে প্রভু,
তুমি মহান.

وَاذْكُرْ اِمْرًا رَبِّ اَدْخِلْنِيْ مَدْخَلَ صِدْقٍ

হে মহামানা, মহানুভব! হে প্রতিপালক, দাখিল
(কর আমাকে মদিনায়)

وَ اَخْرِجْنِيْ مَخْرَجَ صِدْقٍ وَّ اجْعَلْ لِيْ مِنْ

কল্যানের সঙ্গে এবং বের কর (সেখানে থেকে)
কল্যানের সঙ্গে আর দাও আমাকে

لَدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا وَّ قُلْ جَاءَ الْحَقُّ

তোমার নিজস্ব কৃপায় প্রাধান্য যা দীন-দুনিয়ায়
হবে আমার সহায়ক; (তুমি তোমার দোস্তকে হুকুম

وَزَهَقَ الْبٰطِلُ وَّ اِنَّ الْبٰطِلَ كَانَ زَهُوًّا

দিয়েছ যে.) বল, সত্য এসেছে অসত্যের লয়
হয়েছে; নিশ্চয়ই, অসত্যের লয় অবস্যান্তরী;

وَنْزِلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاؤٌ وَرَحْمَةٌ

এবং কোরানের আয়াত যা নাজেল করছি
তাঁহেছে মহৌষধ ও রহমত

لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا

মোমেনদের জন্য এবং অনাচারীদের জন্য এতে
কেবল ক্ষতির মাত্রাই

خَسَارًا

বাড়ে।

নবিয়ে করিমের পবিত্র রওজায় হাজির হলে
মসজিদে নববীতে প্রবেশ করার পর দু' রাকাত
নফল নামাজ, পড়বে। জায়গা পেলে 'রিয়াজুল
জান্নাতে' এই নফল নামাজ আদায় করবে আর
নামাজের পর এই দুয়া পড়বে :

اللَّهُمَّ إِنَّ هَذِهِ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ

হে আল্লাহ, এ হচ্ছে বেহেশ্তের একটি কানন,

الْجَنَّةِ شَرَّفْتَهَا وَكَرَّمْتَهَا وَمَجَّدْتَهَا

তুমি একে মর্যাদা দিয়েছ সম্মান দিয়েছ আর
মহান মানিয়েছ

وَعَظْمَتِهَا وَنُورَتِهَا بِنُورِ نَبِيِّكَ وَجَبِيكَ

এবং একে মহাশ্রা দিয়েছ আর আলোকিত

مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

করেছ তোমার নবী ও বন্ধু মোহাম্মদ (সঃ) এর
নূর দিয়ে.

اللَّهُمَّ كَمَا بَلَّغْتَنَا فِي الدُّنْيَا زِيَارَتَهُ

হে আল্লাহ দুনিয়ায় যেমন আমাদের নসিব

وَمَا ثَرَّةَ الشَّرِيفَةِ فَلَا تَحْرِمْنَا يَا اللَّهُ

করেছ তাঁর ও তাঁর পবিত্র নিদর্শনের জিয়ারত.

فِي الْآخِرَةِ مِنْ فَضْلِ شَفَاعَةِ مُحَمَّدٍ

তেননি বঞ্চিত করোনা আমাদের হে আল্লাহ,
আখেরাতে তোমার নবী

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَسَلَّمَ

মোহাম্মদের (সঃ) শাফাতের করুনা থেকে, আমাদের

وَاحْشُرْنَا فِي زُمْرَتِهِ وَتَحْتَ لِوَائِهِ وَ

সমাবেশ করে। (কেবানন্তের দিনে) তাঁরই দলে আর
তাঁরই পত্রিকার তলে,

أَمْتَنَا عَلَىٰ مَحَبَّتِهِ وَسُنَّتِهِ وَأَسْقِنَا

মরণ দিও আমাদের তাঁর মহব্বত ও তাঁর
ভরিকার উপর।

مِنْ حَوْضِهِ الْمَوْرُودِ بِيَدِهِ الشَّرِيفَةِ

পান করাও আমাদের তাঁর পবিত্র হাতে সেই
হাউজের পানি যেখানে তিনি নিজে উপস্থিত

شَرِبَهُ هَيْئَةً لَا نَظْمَاءَ بَعْدَهَا

খাবেন, সুস্বাদ এক চোক, যার পরে
আর পিপাসা হবেনা কখনো,

أَبَدًا إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

নিশ্চয়ই তুমি সব করতে পার।

হজরতের খেদমতে আমি হাজির আর আমার
আবেদন তিনি নিজে শুনছেন, এই ধারণা নিয়ে পূর্ণ
আদবের সঙ্গে চাপা আওয়াজে দরুদ আর সালাম

আবজ করবে :

السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ السَّيِّدُ

শান্তি (হোক) তোমার উপর হে নবী, মহামানা
সবদার,

الكَرِيمُ وَالرَّسُولُ الْعَظِيمُ الرَّؤُوفُ

মহান রসূল, দয়ালু, দাতা, আল্লাহর

الرَّحِيمُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ الصَّلَاةُ

বহমত হোক আর বরকত হোক, দকদ

وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا

আর সালিম তোমার উপর, হে আমাদের সবদার,
আমাদের নবী, আমাদের বন্ধু,

حَبِيبَنَا وَقُرَّةَ أَعْيُنِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ

আমাদের চোখের শান্তি, হে আল্লাহর

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ

বস্তু, দরুদ আর সালাম তোমার উপর, হে
আল্লাহর নবী,

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ

দরুদ আর সালাম তোমার উপর, হে আল্লাহর বন্ধু,

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا جَمَالَ

দরুদ আর সালাম তোমার উপর, হে আল্লাহর
রাজ্য শোভা!

مُلْكِ اللَّهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا

দরুদ আর সালাম তোমার উপর,

نُورِ عَرْشِ اللَّهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ

হে আল্লাহর আরশের রওশনী দরুদ আর সালাম
তোমার উপর,

يَا خَيْرَ خَلْقِ اللَّهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ

হে খোদার সৃষ্টির শেবা, দরুদ আর

يَا شَفِيعَ الْمُذْنِبِينَ عِنْدَ اللَّهِ. الصَّلَاةُ

সালাম তোমার উপর, হে পাপীদের শাফাতকারী

وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَنْ أَرْسَلَهُ اللَّهُ

আলাহর কাছে, দরুদ আর সালাম তোমার উপর,

تَعَالَى رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وَقَدْ قَالَ اللَّهُ

হে সেই ব্যক্তি যাকে পাঠিয়েছেন আলাহ সারা
জাহানের রহমত করে।

تَعَالَى فِي حَقِّكَ الْعَظِيمِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ

আর আলাহ তাঁরা তোমার মহান মর্যাদা সম্পর্কে
বলেছেন :

ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا

যদি ওরা নিজেদের উপর জুলুম করার পর
তোমার কাছে আসতো

اللَّهُ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ

আর আলাহর কাছে নিজেদের পাপের জন্য
ক্ষমা ভিক্ষা করতো এবং বসুল ও তাদের জন্য
ক্ষমা প্রার্থনা করতেন

تَوَّابًا رَحِيمًا وَالصَّلَاةَ وَالسَّلَامَ عَلَيْكَ

তা'হলে, আল্লাহ নিশ্চয়ই তাদের মার্জনা
করতেন এবং দয়া করতেন; দরুদ

يَا سَيِّدِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ

আর মানাম (ছোক) তোমার উপর, হে আমাদের
সরদার মোহাম্মদ (দঃ) যিনি

بُنْ هَاشِمٍ يَا ظَهْرَ يَالِيسٍ يَا بَشِيرُ يَا سِرَاجُ

আব্দুল্লাহর পুত্র, আব্দুল মতালিবের পৌত্র
হাশেমের বংশধর, হে তা'হা

يَا مُنِيرُ يَا مُقَدِّمَ جَيْشِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ

হে ইয়াসীন, হে সূসমাচার দাতা, হে বিশ্ব রবি,
হে দুনিয়ার আলো

وَهَا أَنَا يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ جِئْتُكَ

হে নবী ও রসুল বাহিনীর অধিনায়ক,

هَارِبًا مِّنْ ذَنْبِي وَمِنْ عَمَلِي وَمُسْتَشْفِعًا

এখানে আমি হাজির, হে আমার সরদার হে
আল্লাহর রসুল,

وَمُسْتَجِيرًا بِكَ إِلَىٰ رَبِّي فَاشْفَعْ لِي يَا

পালিয়ে এসেছি গুনাহ আর দুষকর্ম থেকে

شَفِيعَ الْأُمَّةِ يَا كَاشِفَ الْغُمَّةِ يَا

তোমার সাফাত প্রার্থী, তোমার সাহায্য প্রার্থী
হয়ে আল্লাহর দরবারে;

سِرَاجِ الظُّلْمَةِ أَجْرُنِي بِهِ يَا اللَّهُ مِنْ

আমার জন্য শাফাত কর, হে উম্মতের শাফাতকারী

النَّارِ يَا نَبِيَّ الرَّحْمَةِ يَا رَسُولَ اللَّهِ

হে তাপহারী, হে আঁধারের পুনীপ, নাজাত দাও
আমাকে দোজখ থেকে

أَتَيْنَاكَ زَائِرِينَ وَقَصْدُنَاكَ رَاغِبِينَ وَ

তার ওসিলায়, হে আল্লাহ; হে দয়াল নবী,

عَلَىٰ بَابِكَ الْعَالِيِّ وَأَقْفِينِ وَمَجْقِكَ عَارِفِينَ

হে আল্লাহর বসুল, এসেছি আমরা তোমার
দর্শন উদ্দেশ্যে,

فَلَا تَرُدُّنَا خَائِبِينَ وَلَا عَنْ بَابِ شَفَاعَتِكَ

খাহিশমন্দ তোমার জিয়ারতের আর দাঁড়িয়ে আছি
তোমার স্মরণ দ্বারা,

مَعْرُومِينَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ

চিনতে পেরেছি তোমার হক আমাদের উপর
কাজেই ফিরাইওনা আমাদের বার্থ মনোরথ

أَسْأَلُكَ الشَّفَاعَةَ وَأَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى

করে তোমার শাফাতের দরজা থেকে
বঞ্চিত করে, হে আমার সরদার, হে আল্লাহর

لَكَ الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالذَّرَجَةَ

বন্দুল, চাচ্ছি তোমার কাছে শাফাত আর আল্লাহর
কাজে চাচ্ছি তোমার জন্য মধ্যস্থের মর্যাদা,

الرَّفِيعَةَ وَالْمَقَامَ الْمَحْمُودَ وَالْحَوْضَ

ফজিলত, সম্মুত ও প্রশংসিত আসন,

الْمَوْرُودَ وَالشَّفَاعَةَ الْعَظِيمَةَ فِي الْيَوْمِ

আর হাউজে কাওসার যেখানে তোমার
উন্নত তৃষ্ণা মোটাতে নামবে এবং মহান শাফাতের

الْمَشْهُودِ (شعر)

হে সর্বকালের সমাবিস্বদের সেরা!

يَا خَيْرَ مَنْ دُفِنْتُ فِي التُّرْبِ اعْظُمُهُ

স্মরণিত যার সোরভে 'বিশ্ব সারা,

فَطَابَ مِنْ طَيِّبَاتِ الْقَاءِ وَالْآكَمِ

প্রাণ আমার উৎসর্গ করবে তোমার

نَفْسِي الْفِدَاءُ لِقَبْرَانْتِ سَاكِنُهُ

নিষকলুশতা, বদনাতা আর অকনার আধার।

فِيهِ الْعَفَافُ وَفِيهِ الْجُرْدُ وَالْكَرَمُ

বন্ধু তুমি, হে আল্লাহর সুলতান, তুমি

أَنْتَ الْحَبِيبُ يَا حَبِيبَ اللَّهِ أَنْتَ الشَّفِيعُ يَا شَفِيعَ

শাফাতকারী, হে আল্লাহ দনবাবের শাফী, তোমার
শাফা'তই সেখানে কবুল হবে, তোমার

اللَّهُ أَنْتَ الْمُشَفِّعُ أَنْتَ الَّذِي تُرْجِي

শাফা তুমি হবে কামনা করবে পূল সেবাতে
যখন পা কাঁপবে, শাফা দিচ্ছি নিশ্চয়ই

شَفَاعَتِكَ عِنْدَ الصِّرَاطِ إِذَا مَا زِلْتِ لِقَدَمِ

তুমি, হে আল্লাহর রসূল, আল্লাহর বাস্তা পৌঁচি-
য়েছ (তার বন্দাদের কাছে) এবং

أَشْهَدُ أَنَّكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ بَلَغْتَ

অপিত আমানত আদায় করেছ আর উম্মতের
পূর্ণ কল্যাণের ব্যবস্থা করেছ,

الرِّسَالَةَ وَأَدَيْتِ الْإِمَانَةَ وَنَصَحْتَ

কুফরের আঁধার দূর করেছ, অসত্যের আঁধার
কাটিয়ে দিয়েছ,

الْأُمَّةَ وَكَشَفْتَ الْغُبَةَ وَجَلَيْتِ الظُّلْمَةَ

আল্লাহর পথে সংগ্রাম করেছ সত্যিকারভাবে

وَجَاهَدْتِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى جِئْتِ بِرَأْسِ

আল্লাহর বন্দেগী করেছ মরণ দিবস পর্যন্ত
আল্লাহ তোমাকে প্রতিদান দিক

عَبَدْتُ رَبَّكَ حَتَّىٰ أَتَاكَ الْيَقِينُ

আমাদের, আমাদের পিতা-মাতা আর

جَزَاكَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنَّا وَعَنْ وَاٰلِدَيْنَا

মিল্লাতে ইসলামের পক্ষ্য থেকে সর্বোত্তম প্রতিদান;

وَعَنِ الْإِسْلَامِ خَيْرَ الْجَزَاءِ وَنَسَأُكَ

আবার তোমার কাছ থেকে শাফাত' চাচ্ছি—

الشَّفَاعَةَ أَنْ تَشْفَعُ لَنَا عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ

শাফাত' করো আমার জন্য আল্লাহর কাছে
আমলনামা দেয়ার দিনে,

الْعَرَضِ يَوْمَ الْفُرْعِ الْكَبْرِ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ

কঠিন ভীতির দিনে সেদিন মাল-আওলাদ কিছুই
কাজে আসবে না,

مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ

কিন্তু কাজে আসবে শুধু পাক-সাফ দিল,

سَلِّمْ اِسْفَعْ لَنَا وَاِلٰوَالِدَيْنَا وَاِلٰجِيْرِنَا

শাফাত করো আমার জন্য আমার পিতা-মাতা
আর প্রতিবেশীদের জন্য,

وَلِمَشَايِحْنَا وَاِلْسَاتِدَاتِنَا وَاِلْمَنْ اَوْصَانَا

আমাদের গুরুজন ও ওস্তাদের জন্য আর তাদের
জন্য যারা আমাদের উপদেশ দিয়েছে

وَقَدْ نَاعِدُكَ بِدُعَاءِ الْخَيْرِ عِنْدَ الزِّيَارَةِ

এবং আমাদের বাধ্য করেছে তোমার জিয়ারতের
সময় দু'ম্বায়ে খয়ের করতে;

الْصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سُلْطَانَ

দরুদ আর সালাম তোমার উপর, হে বাদশাহ

الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

নবী আর রসুলদের, তোমার উপর বর্ষিত হোক
আল্লাহর রহমত আর বরকত।

এরপর হজরত আবুবকর সিদ্দীক (রাঃ) র পবিত্র
মাজার জিয়ারত করে বলবে:-

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَنَا أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقِ

তোমার উপর সালাম হে আমাদের সবদার আবুবকর
সিদ্দীক,

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللَّهِ

তোমার উপর সালাম হে আল্লাহর রসুলের
খলিফা (প্রতিনিধি) বরহক্ক;

عَلَى التَّحْقِيقِ - السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا صَاحِبَ

সালাম তোমার উপর হে আল্লাহর রসুলের

رَسُولِ اللَّهِ تَانِي اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ

সাথী, পর্বতগুহার সঙ্গী,
সালাম তোমার উপর যে সব ধন বিলিয়ে দিয়েছিলে

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَنْ أَنْفَقَ مَالَهُ كُلَّهُ

আল্লাহ আর তার রসুলের মহব্বতে একটি মাত্র
জুঝাবাদে,

فِي حُبِّ اللَّهِ وَحُبِّ رَسُولِهِ حَتَّى تَخَلَّكَ

বাজী হল আল্লাহ তাঁ'লা তোমার উপর, খুশী

بِالْعِبَاءِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْكَ وَارِضَاكَ

করলে তোমাকে চমৎকারভাবে, করে দিলে
বেছেভাবে তোমার গন্তব্যস্থান

أَحْسَنَ الرِّضَا وَجَعَلَ الْجَنَّةَ مَمْرًا لَكَ وَ

তোমার আবাস, তোমার থাকবার জায়গা, তোমার
আশ্রয়;

مَسْكَنًا لَكَ وَمَحَلَّكَ وَمَا وَكَ السَّلَامُ

সালাম তোমার উপর হৈ প্রথম খলিফা,
আলেমদের শিরোমনি,

عَلَيْكَ يَا أَوَّلَ الْخُلَفَاءِ وَتَأَجَّرَ الْعُلَمَاءُ

রসুলে খোদার গুণ্ডর, (তোমার উপর বসিত
হোক) আল্লাহর রহমত আর বরকত।

وَصَهْرُ النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

হোক) আল্লাহর রহমত আর বরকত।

এরপর হজরত উমর ইবনেল খাত্তাব (রাঃ)র
পবিত্র মাজার জিয়ারত করে বলবে:—

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ السَّلَامُ

সালাম তোমার উপর হে খাত্তাবের পুত্র উমর,

عَلَيْكَ يَا نَاطِقًا بِالْعَدْلِ وَالصَّوَابِ السَّلَامُ

সালাম তোমার উপর, হে নায় বিচারক আর
সূতা পরায়ন,

عَلَيْكَ يَا حَقِّي الْمَحْرَابِ السَّلَامُ عَلَيْكَ

সালাম তোমার উপর, হে মেহবাবে মসজিদে
নববীর দিকে অধিক গমনকাবী

يَا مُظْهِرَ دِينِ الْإِسْلَامِ السَّلَامُ عَلَيْكَ

সালাম তোমার উপর, হে ইসলাম ধর্মের প্রাধান্য
প্রতিষ্ঠাকাবী

يَا مُكَيَّرَ الْأَصْنَامِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَبَا

সালাম তোমার উপর হে প্রতিমা ভঙ্গকাবী,

الْفُقَرَاءِ وَالضُّعَفَاءِ وَالْأَسْرَامِلِ وَالْأَيْتَامِ

সালাম তোমার উপর, হে কাঙ্গাল, অসহায়,

أَنْتَ الَّذِي قَالَتْ فِي حَقِّكَ سَيِّدُ الْبَشَرِ

এটিম আন নিম্বাদেন নক্ষক, তুমিই সে লোক

لَوْ كَانَ نَبِيٌّ مِنْ بَعْدِي لَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ

যান সম্বন্ধে মানব-মুকুটে (দঃ) বলেছেন আমার পরে
যদি নবী হতো,

رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْكَ وَأَرْضَاكَ أَحْسَنَ

তা হলে সে হতো খাত্তাবের পুত্র উমর, খোদা
নাঙ্গী হয়েছে

الرِّضَا وَجَعَلَ الْجَنَّةَ مِزْلَكَ وَمَسْكَنَكَ

তোমার উপর আন তোমাকে পুণী করেছে
চমৎকারভাবে

وَمَحَلَّكَ وَمَا وَآكَ. السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا

জানাতকে করেছে তোমার গম্বুয়াস্থল, তোমার
আবাস, তোমার ঠিকানা, তোমার আশ্রয়,

ثَانِي الْخُلَفَاءِ وَتَابِعِ الْعُلَمَاءِ وَصَهْرِ النَّبِيِّ

মানাম তোমার উপর, ছে দ্বিতীয় খলিফা,

আলেমদের শিরোমনি, বসুলে খোদার শ্বশুর,

المُصْطَفَىٰ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ.

বর্ষিত হোক তোমার উপর) আল্লাহর বহমত আর
বরকত।

আবাব হজরত আবুবকর ছিদ্দীক আর হজরত
উমর ফারুকের মাজারদ্বয়ের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বলবে:-

السَّلَامُ عَلَيْكُمَا يَا وَزِيرِي رَسُولِ اللَّهِ

সালাম তোমাদের উপর, হে রসূলুল্লাহন ওজীরহয়,

السَّلَامُ عَلَيْكُمَا يَا مُعِينِي رَسُولِ اللَّهِ

সালাম তোমাদের উপর, হে রসূলুল্লাহর সহায়তাকারীহয়,

السَّلَامُ عَلَيْكُمَا وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

তোমাদের উপর সালাম হোক, আর আল্লাহর
বহমত ও বরকত (নায়েল হোক)।

অতঃপর আল্লাহ তাঁনার ফেরেশতাদের উপর
সালাম ভেজে বলবে:—

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَنَا جِبْرَائِيلَ

সালাম তোমার উপর, হে আমাদের সবদার জিবরাইল,

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَنَا مِيكَائِيلَ

সালাম তোমার উপর, হে আমাদের সবদার মিকাইল,

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَنَا إِسْرَافِيلَ

সালাম তোমার উপর, হে আমাদের সবদার ইসরাফীল,

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَنَا عِزْرَائِيلَ

সালাম তোমার উপর, হে আমাদের সবদার আজরাইল,

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا مَلَائِكَةَ اللَّهِ الْمُقْرَبِينَ

সালাম তোমাদের উপর, হে আল্লাহর প্রিয় ফেরেশ্তারা,

مِنْ أَهْلِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِينَ كَافَّةً

যা বা আসমানে আছ আর দুনিয়ায় আছ সবাব উপর

عَامَّةً السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

আব পুতোকের উপর সালাম আব আল্লাহর
বহমত ও বরকত (মাজেল হোক)।

এবপর কেবলার দিকে মুখ করে এই দুয়া পড়বে:--

اللَّهُمَّ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ يَا رَجَاءَ السَّائِلِينَ

হে আল্লাহ, হে সব জাহানের প্রতিপালক, পৃথনা-
কারীদের আশাস্থল,

وَأَمَانَ الْخَائِفِينَ وَجُرْزَ الْمُتَوَكِّلِينَ يَا

ভয়ান্তদের নিরাপত্তা আর ভবসাকারীদের আশ্রয়,

حَنَّانُ يَا مَنَّانُ يَا دَيَّانُ يَا سُلْطَانَ يَا

হে মেহেরবান, হে অনুগ্রাহক, হে পূর্ণ প্রতিদান-
কারী, হে ক্ষমতাবান,

سُبْحَانَ يَا قَدِيرَ الرَّحْمَانِ يَا سَامِعَ

হে পবিত্র, হে সর্বকালের অনুগ্রহকারী, হে প্রার্থনা
শ্রবনকারী,

الدُّعَاءِ اِسْمَعْ دُعَاءَنَا وَتَقَبَّلْ زِيَارَتَنَا

শুন আমাদের দুয়া, কবুল কর আমাদের জিযারত,

وَ اٰمِنْ خَوْفَنَا وَاسْتُرْعِيْوْ بِنَا وَ اغْفِرْ ذُنُوْبَنَا

দর কর আমাদের ভয়, নেকে দাও আমাদের সব
দোষ, মার্জনা কর

وَ اَرْحَمْ اَمْوَاتِنَا وَ تَقَبَّلْ حَسَنَاتِنَا وَ كَفِّرْ

আমাদের গুনাহ, রহম কর আমাদের মৃতদের
উপন, কবুল কর আমাদের সংকাজ,

سَيِّئَاتِنَا وَ اجْعَلْنَا يَا اَللّٰهُ عِنْدَكَ مِنْ

মুছে দাও আমাদের পাপ, আন শামিল কর

الْعَائِدِيْنَ الْفَائِزِيْنَ الشَّاكِرِيْنَ الْمَجْبُوْرِيْنَ

আশ্রয় লাভ করে, সফলকাম হয়, গুকের গুজার

مِنَ الَّذِيْنَ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ

আমাদের ভাদের মধ্যে যারা তোমার কাছে

بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ط يَا رَبِّ

আর অনুগত, যাদের ভয় বা ভাবনা
থাকবেনা, তোমার দয়াব সাহায্যে।

الْعَالَمِينَ ط

হে শ্রেষ্ঠতম দয়াল, হে বিশ্বপালক!

অন্ত:পন নবী করিমের সেবানার দিকে ফিরে
গিবে এই আয়াতগুলো পড়বে:-

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ

নিশ্চিত এসেছে তোমাদের কাছে একজন বস্তুর
তোমাদের নিজেদের মতো থেকে,

عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ

যে তোমাদের কাছে ব্যাথা পায়, তোমাদের
কল্যানের আকাঙ্ক্ষী, মোমেনদের প্রতি

رُؤُوفٌ رَّحِيمٌ. فَإِنْ تَوَلَّوْا فَعَلَّ حَسْبِيَ اللَّهُ

দ্বন্দ্ব, মোহেবদান, তবু যদি (কায়েবদা)
উপেক্ষা করে, তা হলে হে বস্তুর তুমি বলে দাও,
আলাহ আমান জন্য যথেষ্ট,

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ

সে'চাড়া আন কোন উপাসা নেই, তানই উপন
আনি ভরসা কবেছি, সেই মহান আনশেব

الْعَرْشِ الْعَظِيمِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ

মালিক, নিশ্চয় আল্লাহ আনি তান ফেলেশতানা

يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

বহমত ভেছে নবীন উপন, হে মোমেনপ্রাণ,

صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللَّهُمَّ صَلِّ

তোমরাও তান উপন দরুদ আনি সালাম ভেছ,
হে আল্লাহ, তুমি তান উপন দরুদ, সালাম

وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَيْهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ

আনি বরকত নাহেল কব, হে আল্লাহ, তোমার
কাছে প্রার্থনা

أَنْ تَرْزُقَنِي إِيْمَانًا كَامِلًا ثَابِتًا بِأَشْرِيهِ

আমাকে ইমান কামেল দাও, যা হব স্বামী
আনি যাব ফলে তুমি আমান অহুবে স্থান পাবে.

قَلْبِي وَتَقِينًا صَادِقًا حَتَّى أَعْلَمَ أَنَّهُ لَا

আমাকে সচ্চা একিন দাও যেন বুঝতে পারি যে,

يُصِيبُنِي إِلَّا مَا كَتَبْتَ لِي وَعِلْمَانَا فِعَاوُ

তাই আমি পাব যা তুমি আমার ভাগ্যে লিখেছ,

আব দাও আমাকে ফলপ্রসূ জ্ঞান,

قَلْبًا خَاشِعًا وَلسَانًا ذَاكِرًا أَوْ وَلَدًا صَالِحًا

ভীত অন্তর, তোমাকে স্মরণকারী - জিব, নেক

সন্তান,

وَرِزْقًا وَاسْعًا وَحَلَا لًا طِيبًا وَتُوبَةً نُّصُوحًا

পর্যাপ্তরিক, হালান আন পাক, আন (তওকিক)

সন্তিকার তওবাদ,

وَصَبْرًا جَمِيلًا وَآجْرًا عَظِيمًا وَعَمَلًا صَالِحًا

উদ্ভম ধৈর্য, বিপুল সওয়াব, নেক আমল

مَقْبُولًا وَتَجَارَةً لَّن تَبُورِيَا نُورَ النُّورِيَا

যা মকবুল হবে, আন ব্যবসা যাতে ক্ষতি নেই।

عَالِمَ مَا فِي الصُّدُورِ أَخْرِجْنِي وَجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ

हे आदलत आदलत, हे अदुर्यागी, ने र कन

مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

आमाके आन मन मुसलमानाके अँधान থেকে

وَتَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَالْحَقُّنِي بِالصَّالِحِينَ

आदलत निके दुनिया आन आदलतके, आमाके
मनध दाँड मुसलिन हिसेने,

بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ يَا رَبِّ

आमाके नेक बान्दादेन सचे शामिल कर होमारि
(थान) रहमतके, हे श्रेष्ठतन दयाल

الْعَالَمِينَ

हे विश्व पालक !

आवार केबनामुखी हये এই दुया पড়বে :—

اللَّهُمَّ لَا تَدْعُ لَنَا فِي مَقَامِنَا هَذَا الشَّرِيفِ

ইয়া আল্লাহ, এই পবিত্র স্থানে

بَيْنَ يَدَيْ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللَّهِ ذُنُبًا لَّا تُغْفَرُ

আমাদের সবদার আল্লাহর বস্তুলের সামনে

وَلَا هَمًّا يَا اللَّهُ إِلَّا فَرَحْتَهُ وَلَا عَيْبًا يَا اللَّهُ

একটি গুনাহ ও এমন ছেড়না যা তুমি মার্ক করনি,

الْأَسْرَتَهُ وَلَا مَرِيضًا يَا اللَّهُ إِلَّا شَفَيْتَهُ

একটি শোক এমন ছেড়না যা তুমি দূর করনি,

وَعَافَيْتَهُ وَلَا مُسَافِرًا يَا اللَّهُ إِلَّا نَجَيْتَهُ وَ

কোন দোষ, ছে আল্লাহ, না থেকে ছেড়না,
কোন রোগীকে সুস্থ না করে আকাম না দিয়ে,

لَا غَائِبًا يَا اللَّهُ إِلَّا رَدَدْتَهُ وَلَا عَدُوًّا يَا

কোন মুসাফিরকে তার কষ্ট দূর না করে, কোন
পথত্রষ্টকে ঘরে না ফিবিযে ছেড়না,

اللَّهُ الْإِخْذَلْتَهُ وَدَمَّرْتَهُ وَلَا فُقِيرًا يَا اللَّهُ

কোন শত্রুকে, হে আল্লাহ, অপমানিত ও ধ্বংস না করে,

إِلَّا أَغْنَيْتَهُ وَلَا حَاجَةَ يَا اللَّهُ مِنْ خَوَائِجِ

কোন গরীবকে ধনী না করে,

الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَنَا فِيهَا صَلَاحٌ الْاِقْضِيَّتَهَا

দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যানকর কোন প্রয়োজনকে

وَيَسِّرْتَهَا- اللَّهُمَّ اقْضِ خَوَائِجَنَا وَكَسِّرْ

পূরণ ও সহজ না করে ছেড়না,

أُمُورَنَا وَأَشْرَحْ صُدُورَنَا وَتَقَبَّلْ زِيَارَتَنَا

হে আল্লাহ, আমাদের হাজত পূরণ কর, কাজকে আসান

وَأَمِنْ خَوْفَنَا وَأَسْتُرْ عِيُونََنَا وَاعْفِرْ ذُنُوبَنَا

কর, আমাদের অন্তরকে উন্মুক্ত কর, জিয়ারত কবুল কর,

وَكَشِفْ كُرُوبَنَا وَاخْتُمِرْ بِالصَّالِحَاتِ

ভয় দূর কর, দোষ গোপন কর, গুণাহ মাফ কর,

أَعْمَالَنَا وَرُدَّ غُرْبَنَا إِلَىٰ أَهْلِنَا وَأَوْلَادِنَا

আর আমাদের দুঃখ কষ্ট দূর কর এবং সদানুষ্ঠানের

سَلَامِينَ غَانِمِينَ مَسْتُورِينَ وَاجْعَلْنَا

সঙ্গে কর্মের অবসান ঘটায়, আমাদের যারা প্রবাসী তাদের
পরিবার পরিজনদের কাছে ফিরিয়ে

مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ مِنَ الَّذِينَ لَا

নিরাপদে, সাফল্যের সঙ্গে, দোষ ত্রুটি অপকাশ রেখে;

خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ بِرَحْمَتِكَ

শামিল কর আমাদের তোমার নেক বান্দাদের

يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ

সঙ্গে যারা ভয় ও ভাবনা মুক্ত, তোমার

করুণা বলে, হে শ্রেষ্ঠতম দয়াল, হে বিশ্ব পালক!

বিঃদ্রঃ দরুদ, সালাম আর রওজা পাকের কাছে এবং
 মসজিদে নববীতে দুয়া করার সময়, কোন বিশেষ
 দুয়া প্রয়োজনীয় নয়। নিবিষ্টতার সঙ্গে নিজের
 ইচ্ছে মত যে দুয়া যে ভাষা-টুকি নিজস্ব কামনা
 পেশ করবে।

অতঃপর জান্নাতুল নারী কবরস্থানে য়েয়ে সবার
 আগে হজরত উসমান-ইবন-আফফানের পবিত্র মাজার
 জিয়ারত করে পড়বে :-

السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَنَا عُثْمَانَ بْنَ

সালাম তোমার উপর, হে আমাদের সরদার
 আফফানের পুত্র উসমান,

عُثْمَانَ. السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا مَنْ اسْتَحْيَتْ

সালাম তোমার উপর, যাকে আল্লাহর ফেরেশতারাও
 লজ্জা করেছে,

مِنْكَ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَنِ. السَّلَامُ عَلَيْكَ

সালাম তোমার উপর, যার তেলাওত

يَا مَنْ زَيَّنَ الْقُرْآنَ بِتِلَاوَتِهِ وَنَوَّرَ

কোরানকে অলঙ্কৃত করেছে, যার ইমামত মেহরাবকে
 আলোকিত করেছে,

الْمُحْرَابِ بِإِمَامَتِهِ وَسِرَاجِ اللَّهِ تَعَالَى

আর যে বেহেশতে হয়েছে আল্লাহর প্রদীপ,

فِي الْجَنَّةِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا ثَالِثَ الْخُلَفَاءِ

সালাম তোমার উপর, হে তৃতীয় ধর্মপরায়ণ

الرَّاشِدِينَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْكَ وَ

খলিফা, খোদা তোমাকে রাজী, আর খুশী করেছে
চমৎকারভাবে,

أَرْضَاكَ أَحْسَنَ الرِّضَا وَجَعَلَ الْجَنَّةَ

জান্নাতকে করেছে তোমার গম্ভব্যস্থল, আবাস,

مَنْزِلِكَ وَمَسْكَنِكَ وَهَكَذَا وَمَا وَآلِكَ

থাকবার জায়গা আর আশ্রয়, (বর্ণিত হোক)

السَّلَامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

তোমার উপর শান্তি এবং আল্লাহর করুণা আর বরকত।

এরপর সম্ভব হলে জান্নাতুল বকীর অন্যান্য মাজারে যেয়ে ফাতেহা আর সালাম পড়বে:

মাজার (১) হজরত আবু সঈদ খুদরী (রাঃ), (২) হজরত বিবি ফাতিমা বিনতে আসাদ; (৩) হজরত বিবি হালিমা সা'দিয়া; (৪) অন্যান্য শহিদানের মাজার (বকীর সংলগ্ন); (৫) হজরত ইবরাহীম (রসূলুল্লাহর পুত্র); (৬) হজরত ইমাম নাফে মদনী (রাঃ); (৭) হজরত ইমাম মালেক (রাঃ); (৮) হজরত আকীল ইবনে; আবিতালেব (রাঃ); (৯) উম্মুল মুমেনীনদের মাজার (১০) রসূলুল্লাহর কন্যাদের মাজার; (১১) হজরত আব্বাস (রাঃ) (রসূলুল্লাহর চাচা); (১২) হজরত ইমাম হাসান (রাঃ) ইমাম জয়নুল আবেদীন (রাঃ), ইমাম মোহাম্মদ বাকের (রাঃ); ইমাম জাফর সাদেক (রাঃ)র মাজার (১৩) সৈয়েদা ফাতেমা বিনতে রসূলুল্লাহ; (১৪) রসূলুল্লাহর ফুফুদের মাজার, (১৫) হজরত ইসমাইল ইবনে ইমাম জাফর (রাঃ), (১৬) হজরত মালেক আনসারী আল-বেকারী (রাঃ), (১৭) হজরত জাকীউদ্দীন রহঃ), ১৮) হজরত আলী আরিজী (রাঃ) (১৯) হজরত হামজা (রাঃ), (বৃহস্পতিবার) (২০) বকীর' অন্যান্য মাজার, (২১) কাবার বাইরে শহিদানের মাজার।

এই পুণ্যস্থানের মাজার জেয়ারতের সময় স্মৃতি তরিকা লঙ্ঘন করবেনা এবং সমগ্র বকীর উপর ইবরত আর চিন্তাপূর্ণ দৃষ্টি দেবে। এখানকার প্রতি বস্তুতে প্রতি অলিতে গলিতে ঈমান আর জেহাদ এবং আল্লাহ প্রেমের ইতিহাস জড়িয়ে রয়েছে। রসূলুল্লাহ

ও সাহাবাদের সময়ের সম্পূর্ণ ইতিহাস আর এই পুন্য-
 ঙ্গাদের জেহাদের জোশ এবং ধর্মের জন্য সর্বস্ব
 বিসর্জন দেয়ার কীর্তি কাহিনী অবশ্যই নতুন করে
 ইয়াদ করবে আর এঁদের মহান আদর্শ অনুসরণের
 জন্য প্রার্থনা আর সঙ্কল্প করবে।

আবার মঙ্গলবারে মসজিদে কেবলাতাইনে এসে এখানে
 নফল নামাজ পড়ে দুয়া চাইবে। এসব সুযোগ
 প্রতিদিন আসতে পারে না, কাজেই যতটা সম্ভব
 পুন্য অর্জন করে নেবে।

তারপর মসজিদে কেবলাতাইনের পথে যে চারটি
 মসজিদ তাতে এবং অতঃপর সূলা পর্বতের গুহায়
 নফল নামাজ পড়ে দুয়া চাইবে।

এরপর উছদ যুদ্ধের শহিদানের মাজার জিয়ারত
 করে ফাতেহা আর সালাম পড়বে।

বিঃ দ্রঃ— মসজিদ কোবায় ঘর থেকে ওজু করে যাবে,
 নামাজ পড়বে, দুয়া চাইবে এবং চলে আসবে;
 এতে এক উমরার সওয়াব মিলবে। সম্ভব হলে
 রোজ, নয়ত যেদিন পারবে মসজিদে কোবায় বারবার
 হাজার হতে পারলে বিপুল সওয়াব পাওয়া যাবে।
 মদিনা মুনাওয়ারায় কয়েকদিন অবস্থানের গুরুত্বও
 মর্যাদা বুঝা দরকার। এমন সুযোগ বারবার
 মিলে না। এজন্য আল্লাহর শুকর আদায় করবে।

আবার শনিবারে মসজিদেকোবার এসে দু'রাকাত
নফল পড়ে দুয়া চাইবে। এতে উমরার সওয়াব
পাওয়া যাবে।

এবপর মসজিদে কোবার কোনে কাশ্ফ নামক
তাকের কাছে আসবে এবং কোরানের আয়াত
(مَسْجِدٌ أُتِيَ عَلَى التَّقْوَى) (এই মসজিদের ভিত্তি হচ্ছে
তাকওয়া) নাজেল হওয়ার জায়গা আর হেজরতের
সময় রসুলুল্লাহর উনির্নীর বসার জায়গার কাছে
এসো (এখানে চারটি মসজিদ রয়েছে) নফল পড়বে
আর (এখানে চারটি মসজিদ রয়েছে) নফল পড়বে
আর দুয়া চাইবে।

অতঃপর মসজিদে শামস, মসজিদে এজাবত,
মসজিদে জুমআ আর মসজিদে বনি নাজারে (কোবার
দিকে) আসবে, 'পরে' বকীর কাছে মসজিদে মায়েদার
আসবে এবং এর কাছেই দ্বিতীয় মসজিদে এজাবতে
আসবে। এই দুই মসজিদেই নফল পড়বে আর
মনের খাহিশমত দুয়া চাইবে। বিদায় হওয়ার সময়
এই দুয়া পড়বে :—

বিদায়ী দুয়া

الْوَدَاعُ يَا رَسُولَ اللَّهِ الْفِرَاقُ يَا

বিদায় নিচ্ছি হে আল্লাহর রসুল; ছেড়ে যাচ্ছি
তোমাকে হে আল্লাহর

نَبِيَّ اللَّهِ - الْأَمَانُ يَا حَبِيبَ اللَّهِ لَا

নবী; নিরাপত্তা চাচ্ছি (তোমার মারফতে), হে আল্লাহর

جَعَلَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ أَخْرَجَ الْعَهْدَ لِمَنْكَ

বন্ধু; আল্লাহ যেন তোমার দরবারে এই আমাকে,

وَلَا مِنْ زِيَارَتِكَ وَلَا مِنْ الْوُقُوفِ

তোমার দর্শনকে, তোমার সামনে উপস্থিতিকে

بَيْنَ يَدَيْكَ إِلَّا مِنْ خَيْرٍ وَعَافِيَةٍ

শেষ ঘটনায় পরিণত না করেন; বরং যদি

وَحِكْمَةٍ وَسَلَامَةٍ إِنْ عِشْتُ أَنْشَاءَ

খয়ের ও আফিয়ত আর সেহত ও সালামতের সঙ্গে

اللَّهُ تَعَالَىٰ جِئْتُكَ وَإِنْ مِتُّ فَأُودِعْتُ

বৈঁচে থাকি তবে আল্লাহ চাহতে আবার হাজির হব,
আব যদি

عِنْدَكَ شَهَادَتِي وَ أَمَانَتِي

মরে যাউ, তাহলে আমি মাহফুজ করে নিয়েছি তোমার
আছে—আমার শাহাদত,

وَعَهْدِي وَمِيثَاقِي مِنْ يَوْمِنَا

আমার আমানত, আমার ওয়াদা আর প্রতিশ্রুতি
এই

هَذَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهِيَ شَهَادَةٌ

আজকের দিন থেকে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত, এবং এই

أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ

শাহাদত (বা সাক্ষ্য) হচ্ছে এই যে, এক আল্লাহ
ছাড়া এবাদতের যোগ্য আর কেউ নেই, তার কোন

لَهُ وَآتُفَهُدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

শরীক নেই; আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, মোহাম্মদ
আল্লাহর বন্দা এবং রসূল,

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ط

তোমার প্রভু মহাশক্তিশালী প্রভু, সে সব কলঙ্ক থেকে
মুক্ত যা কাফেররা তার উপর আরোপ করে।

وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ

শান্তি (বর্ষিত হোক) তার রসূলদের উপর, আর সব

رَبِّ الْعَالَمِينَ - قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

প্রসংসা বিশ্ব পালক আল্লাহর। রসূলুল্লাহ (দঃ)

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ زَارَ قَبْرِي وَحَبَّتْ

বলেছেন, যে আমার কবর জিয়ারত করেছে

لَهُ شَفَاعَتِي - وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

তার জন্য আমার শাফাত ওয়াজেব হয়ে গেছে;

تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ زَارَنِي بَعْدَ

হজরত আরো বলেছেন, যে জিয়ারত করেছে

আমাকে আমার মৃত্যুর পর

مَمَاتِي فَكَأَنَّهُ زَارَنِي فِي حَيَاتِي -

সে যেন জিয়ারত করেছে আমাকে জীবদশায়।

ছাইফি প্রিন্টার্স করাচী, (پاکستان)

হে কা'বার মালিক ! পাকিস্তানীদের এমন শক্তি-
দান কর—যাতে তারা ইসলামের মুখোমুখি করতে
পারে। তারা সবাই যেন তোমারই নির্দেশিত পথে
চলে—নির্ধারিত কর্তব্য পালন করতে পারে।

হে এলাহি ! তোমারই অশেষ করুণায় আমরা
পাকিস্তানের মত নেয়ামত হাসিল করেছি—এ তোমারই
দেওয়া অমূল্য দৌলত। এদেশের—হেফাজত কর—
একে বরকত দাও, শক্তি দাও ও দৃঢ়তা দান কর।
আমার পিয় দেশকে গৌরবান্বিত কর—সমর কর

মিনিষ্টি অফ ইন্ফরমেশান ও
পাব্লিকার্শ্ব এৰ পাব্লিক ডিপাৰ্টমেন্ট এৰ
ফিল্মস্ এৰং পাবলিকেশ্বনস্,
পাকিস্তান সরকার
কৰ্তৃক প্রকাশিত।

4320